house which served to teach him gesture; and at which he used to declaim before he spoke in public. To correct a fault, which he had contracted by an ill habit of shrugging up his shoulders, he placed over him a halberd, in such a manner, that if, in the heat of action, that motion escaped him, the point of the weapon might serve to admonish and correct him.

His application to study was no less surprising. To be the more removed from noise, and less subject to distraction, he shut himself up in a small room under ground, sometimes for months together. There, by the light of his lamp, he composed those admirable orations, which were said, by those who envied him, "to smell of the oil."

He was constantly very early in the morning, and used to say, that he was very sorry when any workman was up before him.

We may further judge of his extraordinary eff[illegible] to acquire excellence of every kind, from the [illegible] he took in copying the best Grecian [illegible] eight times with his own hand, in order [illegible] the style of that great author familiar to him. [illegible] these extraordinary exertions he carried the [illegible] declaiming to the highest degree of perfecti[illegible]

কখান আদর্শ ছিল তাহা সম্মুখে রাখিয়া আপনি মুদ্রা শিক্ষিতেন, বং যে কোন কথা লোকেরদের সাক্ষাৎকারে কহিতে হবে তাহা অগ্রে আদর্শের সম্মুখে বার শিক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ লোকেরদের নিকটে কহিতেন. এবং কথা কহিবার কালে তাহার এক স্কন্ধ নৃত্য করিত, এই দোষ দূর করিতে ঘরের আড়াতে এক তলোবার ঝুলাইয়া তাহার নীচে নিত্য কথা কহিতেন, যখন স্কন্ধ উপরে যাইত তখন তলোয়ারের হূল তাহার স্কন্ধে লাগিত, এই রূপে আপন সেই কদভ্যাস দূর করিলেন.

তিনি বিদ্যাভ্যাসের জন্যে অত্যাশ্চর্য্য পরিশ্রম করিতেন, ও লোকালয়ে কোলাহলপ্রযুক্ত শিক্ষা ব্যাঘাত ভয়ে, মৃত্তিকার মধ্যে গৃহ করিয়া, সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া অনেক কালপর্য্যন্ত থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, ও সে স্থানে রহিয়া এই মত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন যে লোকেরা কহিত যে সে কাব্য তৈলের গন্ধময়.

তিনি প্রতিদিন অতিপ্রত্যুষে উঠিতেন, ও অন্য লোক আপনত অগ্রে উঠিয়া কার্য্য করিলে তিনি খেদ করিতেন.

আপন সদ্বক্তৃতা নৈপুণ্যের কারণ যে মহোদ্যোগ করিইহাতেও দেখা যায় যে তিনি গ্রীকেরদের সকলহই পুর্ব্ববৃত্তান্ত গ্রন্থ তিনি আপন হস্তে আটবার লিখিলেন, রন এই যে তিনি গ্রীকেরদের প্রাচীন ধারা ও বর্ম্ম বারং করিয়া আপনি পরিপক্ব হন.　　এত পরিশ্রমের ফল

which it was capable, insomuch, that all Greece came in crowds to Athens to hear him speak.

1820 c 82 3

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. XIII.

January, 1820.

Dig-Durshun.

No. XIII. JANUARY, 1820. Vol. II.

Continuation of the History of Hindoost'han.

Of the reign of Jenghis-khan.

THOUGH Jenghis-khan made no permanent establishment in India, yet as by overturning the empire of Kharazm to which the Gujnivide provinces of Hindoost'han were subject he was led to interfere in its affairs, and as he was besides one of the mightiest conquerors who have ever appeared in Asia, we shall detail his history at some length.

The rise of Jenghis-khan's empire is one of the most surprizing occurrences in history, whether we consider its extent, or the rapidity of his progress. It was thought that the Arabs had carried conquest to its utmost stretch; but Jenghis-khan far exceeded them, since in a few years he extended his dominions from a small territory to so amazing a size, that the mind is bewildered in running over the various nations differing so widely in language, habits, and manners, which acknowledged his sway.

দিগ্দর্শন.

২ খণ্ড. জানুআরি, ১৮২০. ১৩ ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

জঙ্গীসখাঁয়ের রাজ্য.

ভারতবর্ষে জঙ্গীস খাঁ চিরস্থায়ি কোন রাজ্য স্থাপন করেন নাই, তথাপি কারাজিম রাজ্য ভ্রষ্ট করাতে তদন্তঃপাতি গজনেনের রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দুস্থানের উপরে তাহার হস্ত দিতে হইল, এইপ্রযুক্ত; এবং আসিয়ার মধ্যে তিনি অত্যন্ত জয়শীল বীর ছিলেন তৎপ্রযুক্ত তাহার বিবরণ বিস্তার ক্রমে লিখি.

জঙ্গীস খাঁয়ের রাজ্যের আয়ততা এবং তাহার গমনের বেগ মনে করিলে জ্ঞান হয় যে প্রাচীন বিবরণের মধ্যে তাহার রাজ্যের উৎপত্তি আশ্চর্য্য. আমরা পূর্ব্বে ভাবিতাম যে আরবীয়েরা দেশ জয় করণে অদ্বিতীয় ছিল; কিন্তু জঙ্গীসখাঁয়ের আগে তাহারা গণ্য নয়, যেহেতুক তিনি পৈতৃক অল্পাধিকার প্রাপ্ত হইয়া অল্প দিনে এমত আপন রাজ্য বাড়াইলেন, যে ভাষাতে ও চলনে ও ব্যবহারে ভিন্ন২ তাহার অধিকৃত নানা দেশের বিষয় ভাবিতে হইলে আমারদের মন ব্যাকুল হয়.

The Moguls like all other nations have feigned a divine origin for their chief. His ancestors were however of human origin, and several of them were famous for their military achievements. The territory they bequeathed to him in a part of Tartary, was by no means considerable, and on his accession to the throne, was attacked by the surrounding princes. With the assistance of his mother however, he completely defeated them, though he was then only thirteen years of age. This event happened in the year 1178, from which time we hear nothing of him till he was forty, owing probably to the ravages which time has made in the history of his achievements.

The Tartars at this time were subdivided into a great number of tribes, the chiefs of which were independent of each other, and were engaged in perpetual hostilities. Of these Vang-khan the father-in-law of Jenghis-khan, was one of the most powerful; several of the neighbouring chiefs having confederated against and dethroned him, Jenghis-khan collecting all his troops went to his assistance and gained a complete victory over them, in which six thousand men were slain. Immediately after the battle, he ordered seventy large caldrons of water to be placed on the fire and the principal rebels to be thrown in headlong; then plundering their dwellings he carried all the inhabitants into slavery. From the

অন্যং দেশীয়েরদের মত মোগলেরা জঙ্গীসখাঁকে দেবজাত করিয়া কল্পনা করিয়াছে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা মনুষ্যজাত ছিল, তাহারদের মধ্যে কেহং যুদ্ধে খ্যাত ছিল. তাতার দেশে তাহার পৈতৃক অধিকার অত্যল্প ছিল; তিনি সেই অধিকারে রাজত্ব করিতে বসিলে তাহার চতুর্দিকস্থ লোকেরা তাঁহার উপরে যুদ্ধার্থে আক্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি ত্রয়োদশ বর্ষবয়স্ক হইয়া ও আপন মাতার আনুকূল্যে তাহারদিগকে স্বচ্ছন্দে জয় করিলেন. এই জয় ১১৭৮ সালে হইল; তদবধি তাহার চল্লিশ বৎসরবয়স্ক হওয়াপর্য্যন্ত তাহার কোন বিবরণ নাই, হইতে পারে যে কালের গ্রাসেতে তাহার বিবরণ লুপ্ত হইয়াছে.

তৎকালে তাতারীয় লোকেরা নানা জাতিতে বিভিন্ন ছিল। তাহারদের অধ্যক্ষেরা স্বাধীন ছিল কিন্তু তাহারা পরস্পর নিত্য বিরোধাচারী. তাহার মধ্যে জঙ্গীসখাঁয়ের শ্বশুর বাঙখাঁ সকল হইতে পরাক্রমী; পরে তাহার চতুর্দিকস্থ রাজারা সকলে এক বাক্য হইয়া তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল; জঙ্গীসখাঁ আপন সকল সৈন্য একত্র করিয়া আপন শ্বশুরের সাহায্যার্থে গিয়া তাহারদিগকে জয় করিলেন; সেই যুদ্ধে ছয় হাজার লোক মারা পড়িল. ঐ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবামাত্র তিনি সত্তরি বৃহৎ হাঁড়া জল অগ্নির উপরে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন, ও তাহার মধ্যে প্রধানং বিপক্ষেরদিগকে নিক্ষেপ করিলেন; পরে তাহারদের তাবৎ গৃহ ও দ্বার লুট করিয়া ইতর প্রজা লোকেরদিগকে দাস করিলেন.

year 1202 to the year 1209 he was employed in subduing the various tribes of his own nation in Tartary; even the mention of whose names we must avoid, as they are so numerous and uncouth, that the reader's patience would inevitably be tired. His first achievement was the dethronement of the Great Khan, who had laid a plot for his life. This brought the greater part of the princes of Tartary against him, but such was the valor of his arms that he gradually subdued them all, and annexed their territories to his own.

In the year 1206, Jenghis-khan, perceiving the vast extent of his dominions, made preparations for being installed Grand Khan of the Tartars and Moguls. This was performed with all imaginable splendor. His name before this event had been Timu-jin; but it was now changed to Jenghis-khan. The inferior Khans of Tartary who were assembled, gave over to him all the territory he had conquered and confirmed it to his family. Having thus collected under his banners the majority of the petty chiefs of the vast country of Tartary, he determined to throw off the yoke of China, to which, even the proud princes of Tartary had for many years been subject, though the sovereignty was simply nominal.

অপর তিনি ১২০২ সাল অবধি ১২০৯ সাল পর্য্যন্ত তাতার দেশে আপন জাতীয় লোকেরদিগকে পরাজয় করিলেন; ঐ লোকেরদের নাম আমরা পরিহার করিলাম; যেহেতুক সে বহুসংখ্যক ও অনুচ্চার্য্য অতএব তাহারদের বিবরণ লিখিলে কেবল পাঠকেরদের পরিশ্রমমাত্র. তাহারদের মধ্যে এক জন মহাখাঁ নামে খ্যাত, সে জঙ্গীস খাঁয়ের প্রাণহননেচ্ছু ছিল, অতএব সে ব্যক্তির রাজ্য ভুক্ত করা জঙ্গীসখাঁয়ের প্রথম কীর্ত্তি. ইহাতে তাতারীয় তাবৎ রাজারা জঙ্গীসখাঁয়ের বিপরীতে উঠিল; কিন্তু জঙ্গীস খাঁয়ের অস্ত্রের এমত পরাক্রম ছিল, যে তিনিতাহারদের সকলকে ক্রমে২ পরাস্ত করিলেন ও তাহারদের প্রত্যেক রাজ্য আপন রাজ্যসম্মিলিত করিলেন.

১২০৬ সালে জঙ্গীসখাঁ আপন অধিকারের মহত্ত্বাবলোকন করিয়া তাতার ও মোগল জাতিরদের মধ্যে মহাখাঁ পদে আপন অভিষেকার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন; পরে মহৈশ্বর্য্য পূর্ব্বক মহাখাঁখ্যাতিপ্রাপ্ত হইলেন. ইহার পূর্ব্বে তাঁহার নাম তিমুজিন ছিল, কিন্তু তদবধি তিনি জঙ্গীসখাঁ নামে খ্যাত হইলেন. সে কালে তাতারীয় ক্ষুদ্র২ অধ্যক্ষেরা একত্র হইয়া স্বস্বপ্রদেশ জঙ্গীসখাঁকে ও তাহার বংশের প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করিল. তিনি মহাতাতার দেশের ক্ষুদ্র২ অধ্যক্ষেরদের অধিক ভাগ এই মত আপন পতাকার নীচে একত্র করিয়া চীন দেশাধিপতির গ্রীবার যুগ নামাইতে স্থির করিলেন; যেহেতুক অনেক কালাবধি তাতার দেশের অহঙ্কৃত রাজারাও চীনাধিপতির অধীন ছিল কিন্তু সে নামমাত্র.

In subduing Tartary, Jenghis-khan had only to meet the armies of his adversaries in the field; since it possessed few fortified cities: but China and the countries to the east and south, were filled with forts and strong places, which detained him so long that eight years were consumed in conquering them. The contest was likewise more bloody and cost a greater number of lives. The Chinese emperor was able at one time to bring a hundred thousand men into the field; and on this occasion he defeated Jenghis-khan, who however soon retrieved his loss. In the year 1214, he laid waste a great part of China, took ninety cities, and sent all their wealth to his own capital, and reduced to ashes an infinite number of towns and villages, carrying the women and children into captivity. After investing the capital for some time, the Chinese emperor offered to purchase a peace, to which Jenghis-khan agreed, and received five hundred young lads of the noblest families, three thousand horses, and a large sum of money. On his return home he ordered all the lads to be massacred, and regardless of his word returned to the siege of the capital, which he took after much difficulty, and thereby extended his dominions to the Pacific Ocean.

He then turned his arms westward, and after a series of conflicts, subdued the Turks. Having thus

তাতার দেশ জয় করিবার সময়ে বিপক্ষ লোকেরদের সহিত কেবল মাঠেতে জঙ্গীসখাঁয়ের যুদ্ধ করিতে হইল; যেহেতুক সে খানে সদুর্গ নগর ছিল না কিন্তু চীন দেশ ও পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশ দুর্গ ও শক্ত স্থানেতে ব্যাপ্ত ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহা জয় করিতে জঙ্গীসখাঁয়ের আট বৎসর বিলম্ব হইল. তাহাতে যুদ্ধস্থল রক্তাভিষিক্ত ও অনেক প্রাণিহত্যা হইল. এক সময়ে চীনের রাজা যুদ্ধস্থলে এক লক্ষ সৈন্য আনিয়া জঙ্গীসখাঁকে পরাজিত করিল, কিন্তু জঙ্গীসখাঁ শীঘ্র আপন পতনহইতে উঠিলেন. ১২১৪ সালে জঙ্গীসখাঁ চীন দেশের অধিক ভাগ একেবারে উচ্ছিন্ন করিলেন, তাহার নব্বই নগর লইয়া তাহারদের তাবৎ ধন আপন রাজধানীতে পাঠাইলেন, ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ নগরাদি দাহ করিয়া তত্রত্য স্ত্রী ও বালকপ্রভৃতিরদিগকে যুদ্ধলব্ধ করিয়া দেশান্তরে বদ্ধ করিলেন. অপর চীনের রাজধানী বেষ্টন করিলে চীনের রাজা তাহার ক্ষমা ক্রয় করিলেন; জঙ্গীসখাঁ মহাকুলীনেরদের পাঁচ শত বালক ও তিন সহস্র ঘোড়া ও অনেক ধন লইয়া ক্ষান্ত হইলেন. পুনরাগমনকালে সেই পাঁচ শত বালকেরদের সংহার করিলেন, ও আপনি সন্ধিপত্র অন্যথা করিয়া পুনর্ব্বার সেই রাজধানী বেষ্টন করিলেন, এবং অনেক পরিশ্রমে তাহা লইলেন তাহাতে তাহার অধিকার প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত পঁহুছিল.

ইহারপর তিনি পশ্চিম দিকে গেলেন এবং তুরুকেরদিগকে জয় করিলেন, ও আপন মহারাজ্যে স্থিরব্যবস্থা করিলেন, ও

consolidated his vast empire, he sought and obtained the amity of Mahmood of Kharazm, the most potent monarch, himself excepted, in all Asia. For some time there subsisted such friendship between them that one might have travelled without danger through the territories of either, laden with gold and silver. Sultan Mahmood however soon manifested tokens of uneasiness at Jenghis-khan's greatness, and began to treat the Moguls with great disrespect.

He likewise carried himself with great haughtiness to the Calif at Bagdad, who secretly dispatched a messenger with his credentials inscribed on his head to prevent detection, to Jenghis-khan, inviting him to attack Mahmood. Jenghis-khan anxious to preserve peace, and to improve his own extensive dominions by a traffic with those of Mahmood, neglected the invitation, and passing over the malicious actions of his rival dispatched fifty merchants to Otrâe, who were barbarously murdered by the governor, in the dominions of Mahmood, and it was strongly suspected with the privity of his master. Jenghis-khan hearing of this outrage, resolved to declare war; and having

আসিয়ার মধ্যে আপনাভিন্ন আর সকলহইতে মহারাজ কারাজিমের বাদশাহ মহম্মদের সহিত মিত্রতা যাজ্ঞা করিয়া পাইলেন. কতক দিনপর্য্যন্ত ঐ উভয়ের পরস্পর এমত মিত্রতা হইল যে কোন ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপ্য বোঝাই করিয়া উভয় দেশে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারিত. কিন্তু সুলতান মহম্মদ জঙ্গীসখাঁয়ের মহৈশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং মোগলেরদিগকে অসংভ্রম করিতে লাগিলেন.

কতক দিন পরে সুলতানমহম্মদ বাগদাদস্থিত কালিফের নিকটে আপন অহঙ্কারিত্ব প্রকাশ করিলেন. তাহাতে ঐ কালিফ পথে ধরা না পড়নের কারণ এক দূতের মস্তকে আপন কোন চিহ্ন দিয়া, তাহাকে জঙ্গীসখাঁয়ের নিকটে গুপ্তরূপে পাঠাইলেন, ও জঙ্গীসখাঁকে সুলতান মহম্মদের উপরে আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন. জঙ্গীসখাঁ সুলতান মহম্মদের সহিত বন্ধুতা অচল রাখিবার জন্যে, ও সুলতান মহম্মদের দেশের সহিত বাণিজ্যদ্বারা আপন দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধি করিবার জন্যে চেষ্টান্বিত হইয়া, সে আহ্বান স্বীকার করিলেন না. এবং তিনি মহম্মদের প্রাতিকূল্যাচরণ গ্রাহ্য না করিয়া তাহার দেশে আত্রয়ী নগরে পঞ্চাশ জন মহাজনকে পাঠাইলেন; পরে ঐ নগরের অধ্যক্ষ ঐ পঞ্চাশ জন মহাজনকে অতিনির্দয়তারূপে নষ্ট করিল. ইহাতে বোধ হইল যে সে আপন প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে এমত কর্ম্ম করে নাই. জঙ্গীসখাঁ এই শঠতানুভব করিয়া যুদ্ধ করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং

written to his tributaries an account of the massacre, and roused their resentment, he collected an army of seven hundred thousand men to pour down on the innocent provinces of his rival. As the troops he was going to attack were courageous to a high degree, and experienced in the art of war, he made various regulations in his army, appointed his officers with great discernment, and improving the discipline of his soldiers. He begun his march in the year 1218. Mahmood collecting four hundred thousand troops, marched out to meet the Khan, and on the plains of Samark hand, fellin with a large detachment of the enemy under the command of Jugi the son of Jenghis-khan, and gave him battle before his father could join him.

The combat was obstinate and bloody, but neither side was able to claim the victory. In the evening Jugi retreated with his army in search of his father, and Mahmood the next morning, finding that he had lost a hundred and sixty thousand men the preceding day, retired also, not daring to risk another engagement, the loss of which would have been his utter ruin. Determined therefore to maintain a desultory warfare, he increased the garrisons of his chief cities, and gradually retreated before the Khan, who took city after city and pressed forward till his

আপন অধীন রাজারদের নিকটে এই দুষ্টতা বিষয়ক বৃত্তান্ত পাঠাইয়া তাহারদের ক্রোধ জন্মাইলেন, এবং সুলতান মহম্মদের নিরপরাধি রাজ্যের উপরে আপন ক্রোধাভিষেক করিবার জন্যে সাত লক্ষ লোক সংগ্রহ করিলেন. তিনি যে সৈন্যের উপরে আক্রমণ করিতে গেলেন, সে সৈন্য অতিসাহসী ও যুদ্ধকর্ম্মে বিশারদ, অতএব তিনি আপন সৈন্যে অনেক নূতন ধারা করিলেন, ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানবান দেখিয়া সৈনাপত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, ও সৈন্যের মধ্যে নানা নিয়ম করিতে অত্যন্ত মনোযোগ করিলেন. ১২১৮ সালে তিনি যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন. মহম্মদ চারি লক্ষ লোক একত্র করিয়া জঙ্গিসখাঁয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন. এবং পিতা পুত্র সাক্ষাৎ হওনের পূর্ব্বে সমরকন্দের মাঠে জঙ্গীসখাঁয়ের পুত্র জগীর অধীন অনেক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন.

সে যুদ্ধ অতিঘোরতর ও রক্তময় হইল কিন্তু কাহারো জয় নিশ্চয় হইল না. অপরাহ্নে জগী সৈন্য লইয়া আপন পিতার অন্বেষণার্থ গেল, এবং মহম্মদ প্রাতঃকালে দেখিলেন যে আপনার এক লক্ষ ষাটি হাজার সৈন্য মারা গিয়াছে; তাহাতে পুনর্যুদ্ধে ভীত হইয়া ও ভাবিয়া প্রস্থান করিলেন, যে আমার এই মত দুর্দ্দশা পুনর্ব্বার হইলে সর্ব্বনাশ হইবে. অতএব ক্রমে২ যুদ্ধকরণেচ্ছাতে আপন অধিকৃত প্রধান২ নগরে অধিক সৈন্য সংস্থাপন করিলেন, এবং জঙ্গীসখাঁয়ের সম্মুখে ক্রমেং হটিলেন. জঙ্গীসখাঁ ক্রমে২ এক নগরের পর আর নগর এই প্রকারে নগর অধি

progress was arrested by the great city of Bokhara. The outward enclosure of this celebrated place was twelve leagues in circumference, within which were planted luxurious vineyards and fields. Arts and sciences flourished no where with more vigor than in this city, to which students flocked from all parts of Upper Asia. The Mogul army was encamped around it nine months, before they took the outward enclosure, after which the garrison despairing of success, sallied forth during the night, but being pursued by the enemy were all cut to pieces. The city soon after surrendered, and Jenghis-khan entering the great Mosque, and giving the principal Magistrate his horse to hold, took up the Koran and threw it under the feet of his horses. As soon as he was seated, his soldiers without the least regard to the sanctity of the place, began to eat and drink therein.

Then assembling the principal inhabitants he commanded them to bring him every thing of value which the city contained, giving them at the same time a promise of security; but understanding soon after that several of Mahmood's soldiers were concealed in the city, he ordered it to be set on fire, and as the houses were built of wood, it was entirely

কার করিতেং মহানগর বোখারাপর্য্যন্ত পঁহুছিলেন; কিন্তু সে খানে আসিয়া স্থকিত হইলেন. এই অতিশয় বিখ্যাত নগরের বেড় নয় ক্রোশ আয়ত ছিল এবং তাহার মধ্যে মনোহর উপবন ও ক্ষেত্র ছিল. সকলহইতে এই নগরের সুকর্ম্ম শিল্প ও বিদ্যার পুচার ছিল, এবং আসিয়ার সর্ব্বত্রহইতে অনেকং শিষ্যেরা সেখানে আসিয়া বিদ্যা শিখিল. জঙ্গীসখাঁ নয় মাসপর্য্যন্ত ঐ নগর বেষ্টন করিয়া শেষে ঐ বেড় অধিকার করিলেন. পরে নগরের সৈন্যেরা অনুপায় ভাবিয়া রাত্রিযোগে নগরহইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল. জঙ্গীসখাঁ তাহারদের পশ্চাৎং গিয়া নিঃশেষরূপে তাহারদের সংহার করিলেন. ইহার পর নগর জঙ্গীসখাঁয়ের অধীন হইল, পরে জঙ্গীসখাঁ তাহারদের মহামসজিদে পুবেশ করিয়া ঘোড়াহইতে নামিয়া ঐ নগরাধ্যক্ষকে আপন ঘোড়া ধরিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং কোরান লইয়া ঘোড়ার পদতলে ফেলিলেন; অপর তিনি সেখানে বসিলে তাহার সৈন্যেরা সে স্থানের পবিত্রতা গ্রাহ্য না করিয়া আহার ও পান করিতে লাগিল.

তাহার পর তিনি নগরের উত্তমং বস্তু আপনার সম্মুখে আনিতে নগরের পুধান লোকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, ও কহিলেন যদি তোমরা আপনং সম্পত্তি আন তবে নিরুদ্বেগে থাকিবা; কিন্তু পরে তিনি শুনিলেন যে মহম্মদের কতক সৈন্য গুপ্তরূপে নগরে আছে, এই অনুসন্ধান পাইয়া তিনি ঐ নগর দাহ করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং নগরের সকল গৃহ কাষ্ঠময়ত্ব প্রযুক্ত ভস্মসাৎ হইল

consumed with the exception of the Sultan's palace which was built of stone. Thus he destroyed without the least remorse the renowned city of Bokhara, the seat of literature, and the glory of Northern Asia. After this he took the city of Otrâe, and put the garrison to the sword. Several other cities were afterwards captured, where great massacres were perpetrated.

Pursuing his route he arrived before the great city of Samarkhand, into which Mahmood had thrown one hundred and ten thousand men under thirty generals. A dispute arising between the inhabitants and the generals, the former opened the gates of the city to Jenghis-khan, who put thirty thousand of the garrison to the sword, and completely plundered the place. While he was besieging it Jenghis-khan detached thirty thousand troops in pursuit of the flying Mahmood, who, chased from city to city, was at length overtaken at Farzina, where his army was cut to pieces, and he and a few officers alone escaped. He then fled to a city on the borders of the Caspian sea. While engaged in his devotions, the Mogul horse appeared in view, and the Sultan had just time to embark on a boat on the Caspian sea, when the enemy arrived, and vainly attempted to reach him with their arrows. Soon after he fell ill, and landed on a little island, where having ap-

কেবল মহম্মদের রাজগৃহ থাকিল, যেহেতুক সে প্রস্তরময়. এই রূপে তিনি বিদ্যা নিবাসস্থান ও উত্তরাসিয়ার ভূষণস্বরূপ বোখারা নগর নির্দয়তা রূপে দগ্ধ করিলেন. ইহারপর তিনি আত্রেয়ী নগর লইয়া তন্মধ্যস্থিত মহম্মদের সকল সৈন্যকে হত করিলেন.

অনন্তরে তিনি আপনার নির্দিষ্ট পথে যাইতেং সমরকন্দের মহানগরের নিকটে পঁহুছিলেন, সেইখানে মহম্মদ এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্য ও ত্রিশ সেনাপতি রাখিয়াছিলেন. পরে নগরের লোক ও সেনাপতিরদের সঙ্গে বিরোধ হইল, এবং নগরস্থ লোকেরা জঙ্গীসখাঁয়ের কারণ নগরের দ্বার খুলিয়া দিল. ইহাতে জঙ্গীসখাঁ সে নগর লইয়া ত্রিশ হাজার সৈন্য নষ্ট করিয়া নগর লুট করিলেন. তিনি যে কালে নগর বেষ্টন করিয়াছিলেন সেই কালে পলায়নশীল মহম্মদকে ধরিতে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন. পরে মহম্মদকে নগরেং তাড়াইলে শেষে মহম্মদ ফ্রাজীনা নগর আশ্রয় করিলেন, সেখানে তাহার সৈন্য উচ্ছিন্ন হইল, এবং তিনি ও তাহার অবশিষ্ট সেনাপতি পলায়ন করিলেন. মহম্মদ আপনি কাসপীয়ান সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি এক নগরে পলায়ন করিলেন, সেখানে পারত্রিক কর্ম্ম করিতেং সম্মুখে মোগলেরদের ঘোটক দর্শন করিয়া এক ক্ষুদ্র নৌকাতে আরোহণ করিবামাত্র তীরহইতে বিপক্ষেরা শর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সে শর তাহার নিকটে পঁহুছিল না. কিছু কাল পরে তাহার অস্বাস্থ্য জন্মিল তাহাতে ক্ষুদ্র এক উপদ্বীপে নৌকাহইতে নামিলেন, এবং

pointed his son Jallalooddin to succeed him, he expired in the most abject poverty under cover of a little tent. His first minister of state washed his body with his own hands, and wrapped it up in a shirt, having no other linen in which to bury it. Thus perished the great Mahomed, emperor of Kharazm, leaving Asia to his rival.

At the time of Mahomed's death, a considerable number of towns still acknowledged the Kharazmian authority, and many cities remained firm to its interest. The Mogul army was however so situated that Jallalooddin was obliged to maintain a running fight with his enemy. Mahomed's queen still reigned in the capital, a woman as remarkable for her cruelty and her hatred to Jallalooddin, as for her ability. She fell at length into the hands of the Khan who fed her with crumbs from his own table like a dog, and carried her about in triumph through the provinces over which she had formerly ruled. In the mean time he dispatched his three sons to besiege the capital of Kharazm, which made a very brave resistance. Jallalooddin was at this time flying before his enemies and could therefore give it no succour. After a long siege, the Moguls with infinite labor turned the course of the river, which enabled them to fill up the ditch and make nearer attacks. The town surrendered by degrees,—its

আপন পুত্র জলালুদ্দীনের হস্তে আপন পদার্পণ করিয়া এক ক্ষুদ্র ছাউনিতে অতিদুঃখিরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন. তাহার প্রধান উজীর তাহার মৃত শরীর আপন হস্তদ্বারা প্রক্ষালন করিল, এবং অন্য বস্ত্রাভাবপ্রযুক্ত আপনার বস্ত্রেতে তাহার শরীর বেষ্টন করিল. এইরূপ কারাজিমের মহাবাদশাহ আপন বিপক্ষেরদের ভোগের কারণ আসিয়া পরিত্যাগ করিয়া মরিলেন.

মহম্মদের মরণ কালে অনেক নগর কারাজিমের অধিকারে থাকিল, তথাপি মোগলের সৈন্য এমন স্থানেং স্থাপিত ছিল যে জলালুদ্দীন অস্থিররূপে যুদ্ধ করিলেন. মহম্মদের স্ত্রী ঐ রাজধানীতে রাজ্য করিতে লাগিলেন; তিনি যেমন জ্ঞানেতে ও নির্দয়তাতে তেমনি জলালুদ্দীনের প্রতি দ্বেষেতে খ্যাতা ছিলেন. কতক কাল পরে সে স্ত্রী জঙ্গীসখাঁয়ের হস্তগতা হইলেন ও তিনি তাহাকে কুক্কুরীবৎ আপন ভুক্তাবশিষ্ট আহার দিতে লাগিলেন, এবং যে প্রদেশে ঐ স্ত্রীর অধিকার ছিল সেখানে তাহাকে দাসীর মত লইয়া গিয়া অসংভ্রমরূপে ইতস্ততো দর্শন করাইলেন. ইতোমধ্যে জঙ্গীসখাঁ আপন তিন পুত্রকে কারাজিমের রাজধানী বেষ্টন করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু সে অতিদৃঢ়রূপে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন রহিল. এতৎ কালে জলালুদ্দীন আপন বিপক্ষেরদের অগ্রে পলায়ন করিলেন, এবং ঐ নগরের কোন উপকার করিতে পারিলেন না. মোগলেরা অনেকক্ষণ নগর বেষ্টন করিলে পর অতিশয় যত্নপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি নদী অন্য দিকে ফিরাইল, এবং তাহার মৃত্তিকা লইয়া নগরের নরদামা পূরাইলে নিকটে যুদ্ধ করিল, তাহাতে ক্রমেং সে নগর

defend rs retired from post to post and greatly annoyed the Moguls. Seeing at length no further hope of holding out, the soldiers set fire to the place, and the son of Jenghis-khan in revenge for this act put a hundred thousand of the inhabitants to the sword, and sent the rest into slavery. These amounted to so great a number, that twenty-four prisoners are said to have fallen to the lot of each private soldier.

The capital of Kharazm was taken in the year 1221, and many other cities warned by its fate, submitted to the conqueror. At Termid Jenghis-khan put the whole garrison to the sword. The inhabitants of Nesa to the amount of seventy thousand, were likewise drawn out in a plain and shot.

After this, he proclaimed a general hunt in order to keep his soldiers in action. In the summer of 1221 he besieged the great city of Balk, a place of great wealth owing to its extensive traffic, and containing many buildings of exquisite workmanship, twelve hundred temples, and two hundred baths. The inhabitants on his first approach delivered up the city to him, which he plundered of every thing valuable. He then dispatched eighty thousand troops in pursuit of Jallalooddin, under the command of his son Tali, who not being able to over-

অধিকৃত হইল. নগররক্ষকেরা এক দুর্গহইতে অন্য দুর্গে হটিয়া আইল ও মোগলেরদিগকে অনেক কষ্ট দিল. শেষে নগররক্ষকেরা অনুপায় ভাবিয়া নগর দাহ করিল. পরে জঙ্গীস খাঁয়ের পুত্র ইহার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত সে নগরের এক লক্ষ লোকেরদিগকে নষ্ট করিলেন, ও অবশিষ্ট লোকেরদিগকে দাস করিবার জন্যে কএদ করিয়া লইয়া গেলেন, তাহাতে এত লোক কএদ হইল যে জঙ্গীসখাঁয়ের সৈন্যের প্রতিজনের জিম্মাতে চব্বিশ জন দাস করিয়া ভাগ হইল.

১২২১ সালে তাহারা কারাজিমের রাজধানী লইল, এবং অন্যং নগর ইহার দুর্দশা দেখিয়া এই জিষ্ণু জঙ্গীসখাঁয়ের অধীন হইল. জঙ্গীসখাঁ তলমি নগর লইয়া সকল রক্ষক লোককে নষ্ট করিলেন. এবং নিসা নামে নগরের সত্তরি হাজার লোকেরদিগকে মাঠে লইয়া একং করিয়া বধ করিলেন.

ইহারপরে আপন সৈন্যের আলস্যানুৎপত্তির কারণ এক মহা মৃগয়া প্রকাশ করিলেন. ১২২১ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি বলখের মহানগর বেষ্টন করিলেন, সেই নগর বহু বাণিজ্যপ্রযুক্ত অধিক ধনস্থান ছিল, তাহার মধ্যে অতিশয়োৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত অনেক অট্টালিকা ও বার শত মন্দির ও দুই শত স্নানাগার ছিল. তিনি আগতমাত্র লোকেরা তাহার হস্তে ঐ নগর সমর্পণ করিল, এবং তিনি তাহার তাবৎ সমূল্য দ্রব্য আপনি লুঠিয়া লইলেন. পরে আপন পুত্র তলীর অধীন আশী হাজার সৈন্য

take him, laid close siege to Maru. He offered to capitulate, and endeavoured to make the best terms in his power. Tali, promised to spare him, and four hundred of his friends, on condition of their delivering to him a list of the rich men of the city. With this clue, he first obtained all their wealth, and then ordered all the inhabitants to leave the city and encamp on a plain. So populous was the city that four days were occupied in quitting it. When they arrived on the plain, they were all put to death to the number of one hundred thousand, according to the register kept by the secretaries. This was the fourth time this city had been plundered, and more than fifty thousand were massacred on the three former captures.

After this, hearing that Jallalooddin had entered Nishabur, Tali laid siege to it. The defendants behaved like lions, but on the third day a secret passage was discovered, through which he entered the city, massacred all the inhabitants, and razed it to the foundation, so that twelve days were spent in numbering the dead, and one of the historians calculates that in this and the surrounding cities,

জলালুদ্দীনের পশ্চাৎ পাঠাইলেন. তলী তাহাকে ধরিতে না পারিয়া মারু নগর বেষ্টন করিলেন. মারু নগরের অধ্যক্ষ ঐ নগর তাহাকে দিবার কারণ পেগাম করিয়া পাঠাইল, কিন্তু আপন শক্ত্যনুসারে আপনারদের কুশল চেষ্টা করিল. তাহাতে তলী প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে যদি তুমি সত্যরূপে তোমার নগরস্থ তাবৎ ধনবান লোকেরদের সম্পত্তির হিসাব আমাকে দেও তবে তোমার ও তোমার চারি শত বন্ধু লোকের কোন ব্যাঘাত হইবে না. তিনি এই রূপে অনুসন্ধান করিয়া ভাগ্যবান লোকেরদের তাবৎ ধন লইয়া তাহারদিগকে নগরের বাহিরে ছাউনি করিতে আজ্ঞা করিলেন. সে নগর এমত লোকেতে পূর্ণ ছিল যে লোকেরদের বাহিরে যাইতে চারি দিন বিলম্ব হইল. পরে মাঠে পঁহুছিলে তাহারদের সকলকে নষ্ট করিলেন, তাহাতে যে মুহুরিরা তাহারদের নাম লিখিয়াছিল তাহারা গণনা করিয়া দেখিল যে এক লক্ষ লোক মারা গিয়াছে. এই চতুর্থ বার সে নগর লুঠ করা গেল, এবং পূর্ব্ব২ লুঠের কালে পঞ্চাশ হাজার লোকের ন্যূন মরে নাই.

অনন্তর তলী শুনিলেন যে জলালুদ্দীন নিশাবর নামে নগরে পলায়ন করিয়া আছে, তন্নিমিত্ত তিনি সে নগর বেষ্টন করিলেন. নগর রক্ষকেরা তাহার সহিত সিংহের মত যুদ্ধ করিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে একটা গুপ্ত পথদ্বারা তলী তাহাতে প্রবেশ করিয়া সেখানে এত লোকবধ করিলেন যে মৃত লোক গণনা করিতে বার দিন লাগিল, ও ভিটামাটী সুদ্ধ সে নগর উচ্ছিন্ন হইল. তৎকালীন এক

one million seven hundred thousand men were put to death. Herat soon after submitted to the conqueror, with almost all the cities on the west of the Indus. Jallalooddin though in one engagement victorious over the Moguls, was obliged to fly before their legions. After a long pursuit, Jenghis-khan came up with him on the banks of the Indus, and a dreadful conflict ensued. Jenghis-khan knowing that he had a vigilant enemy to deal with, exerted all his skill, and Jallalooddin notwithstanding his bravery and skill was defeated.

Jenghis-khan, anxious to take him alive arranged his troops in the form of a bow, of which the river constituted the string. Jallalooddin perceiving that there was but one way of escape, namely by crossing the Indus, took a tender farewell of his wife and children, and putting off his armour, with the exception of his sword, bow and quiver, mounted a fresh horse, and plunged into the Indus. Jenghis-khan followed him to the shore, and beheld his horse combating the waves;—the Sultan stopped in the midst of the stream to consult him, and vainly emptied his quiver against him. Jenghis-khan was so struck with his courage that he would not allow any of his generals to pursue him, but turning to his family exclaimed, 'what son would not be happy to have

ইতিহাসবক্তা এই গণনা করিয়াছে যে সত্তর লক্ষ লোক ঐ নগরে ও চতুর্দিকস্থ নগরে মরিয়াছে. পরে হিরাট নগর ও সিন্ধু নদীর পশ্চিম তাবৎ নগর তাহার হস্তগত হইল. জলালুদ্দীন একবার মোগল সৈন্যেরদের পরাজয় করিয়াছিলেন বটে তথাপি তাহারদের সম্মুখহইতে শেষে তাহার পলায়নাবশ্যক হইল. অনেক দিনের পর সিন্ধু নদীর তীরে জঙ্গীসখাঁ জলালুদ্দীনের সহিত মিলিলেন, এবং উভয়ের মহাযুদ্ধারম্ভ হইল. চতুর্দ্দিগ্ঘূর্ণি বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করণাবশ্যকত্বপ্রযুক্ত জঙ্গীসখাঁয়ের তাবৎ জ্ঞান প্রকাশ করিতে হইল. তাহাতে জলালুদ্দীন সাহস ও জ্ঞানেতে সম্পন্ন হইয়াও পরাজিত হইলেন.

জঙ্গীসখাঁ জলালুদ্দীনকে জীবৎ ধরিতে বাসনা করিয়া ধনুকের আকারবৎ আপন সৈন্য সংস্থাপিত করিলেন, সিন্ধু নদী সে ধনুকের গুণরূপা. পরে জলালুদ্দীন সিন্ধু নদী ব্যতিরেকে আর পলায়ন পথ না দেখিয়া আপন সন্তান ও স্ত্রীর নিকটে বিদায় হইলেন, ও অন্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল তরবাল ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া এক উৎকৃষ্ট ঘোটকারোহণপূর্ব্বক সিন্ধু নদীতে ঝম্প দিলেন. জঙ্গীসখাঁ তীরপর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন যে তাহার ঘোটক সিন্ধু নদীর তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতেছে. সুলতান জলালুদ্দীন নদীর মধ্যখানে স্থিত হইয়া জঙ্গীসখাঁকে তিরস্কার করিতে ও আপন তরকোচের বাণ খালাস করিতে লাগিলেন. জঙ্গীসখাঁ তাহার সাহস দেখিয়া আপন কোনহ সেনাপতিকে তাহার পশ্চাৎ যাইতে দিলেন না ও স্বয়ং জলালুদ্দীনের পুত্রের

sprung from such a father?' Jallalooddin, having crossed the river was obliged to pass the first night in a tree to avoid wild beasts. Soon after several of his generals joined him, and he made several conquests in Hindoost'han; but, his father's empire was dissolved beyond redemption, and the future course of Jallalooddin was unprosperous.

In the battle on the banks of the Indus Jenghis-khan lost twenty thousand troops. After the engagement he sent his generals into Persian Irak, and afterwards into Georgia, both of which countries he completely subdued. Jenghis-khan, himself went into Kandahar, and conquered it, while one of his generals, crossing the Indus brought Mooltan into subjection. Goozerat held out long against another of his generals, but was at length taken a second time, and the Moguls boasted that in the expedition against this town they had slaughtered sixteen hundred thousand men. Soon after Gujni the former capital of Eastern India, was taken by his son, and

নিকটে আসিয়া কহিলেন, যে এমন পিতাহইতে জন্ম লইয়া কোন পুত্রের অহঙ্কার না জন্মে. জলালুদ্দীন নদী পার হইয়া পশ্চভয়প্রযুক্ত প্রথম রাত্রিতে এক গাছের উপরে শয়ন করিলেন. কিছু কাল পরে তাহার কতক সেনাপতি তাহার সহিত মিলিল ও তিনি হিন্দুস্থানের মধ্যে কতক প্রদেশ জয় করিলেন, কিন্তু তাহার পিতার রাজ্য এমত ভ্রষ্ট হইল যে আর কখনও তাহার একত্র হওনের প্রত্যাশাও রহিল না. ইহার পরে জলালুদ্দীনের যে কালক্ষেপ হইল সে প্রায় দুর্ভাগ্যেতে পর্য্যবসন্ন.

সিন্ধু নদীর তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জঙ্গীসখাঁয়ের বিশ হাজার সৈন্য মারা পড়িয়াছিল; সে যুদ্ধের পর তিনি পারসী দেশস্থিত ইরাকে আপন সৈন্য পাঠাইলেন, তৎপরে তাহার দিগকে জর্জিয় দেশে পাঠাইলেন. তিনি সেই দুই দেশ জয় করিলেন. অনন্তর জঙ্গীসখাঁ স্বয়ং গান্ধার দেশে গমন করিয়া সে দেশে আপন জয়পতাকা উঠাইলেন. ইতোমধ্যে তাহার এক সেনাপতি সিন্ধু নদী পার হইয়া মুলতান দেশ আক্রমণ করিল. তাহার অন্য সেনাপতি গুজরাটে গেল কিন্তু গুজরাটের রাজা অনেক কালপর্য্যন্ত আপন নগর লইতে দিলেন না. দ্বিতীয় বার ঐ সেনাপতি সে নগর অধিকার করিল, ও তৎকালে মোগলেরা অহঙ্কারপূর্ব্বক কহিল যে আমরা এই নগরে ষোল লক্ষ মনুষ্যের মস্তক ছেদন করিয়াছি. পরে জঙ্গীসখাঁয়ের পুত্র পশ্চিম হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব রাজধানী নগর গজনেন আ

spared from destruction. After all these expeditions the Great Khan returned to Bokhara, which had recovered in some measure from its desolation, there he held a conference with the learned about the Mahomedan religion, which they said to consist in five points: 1*st*. In the belief of one God, the creator of all things, who had no equal. 2*ly*. In giving the poor one-fourth of their yearly income. 3*ly*. In praying to the deity five times a day. 4*ly*. In setting apart one month of the year for fasting. 5*ly*. In making a pilgrimage to the temple of Mecca, there to worship God. Jenghis-khan told them he believed the first article and the next three, but was displeased with the last, saying, the whole world was God's, and that it was ridiculous to suppose one place more fit than another for worshipping him.

His next expedition was against Astrakhan, the inhabitants of which submitted to him, and so far gained his favor, that he remitted the taxes to them for several years. In the year 1224 he convened at Tokat a grand diet, which he ordered all his generals, his tributary princes, and the ambassadors of his allies to attend. There he feasted them a whole month on an

ক্রমণ করিলেন, কিন্তু নষ্ট করিলেন না. এই সকল যুদ্ধের পরে ঐ মহাখাঁ বোখারা দেশে পুনর্গমন করিলেন, যেহেতুক বোখারা দেশ ছিন্নপুরঢ় হইয়াছিল. সেখানে তিনি জ্ঞানবান মুসলমানেরদের সহিত তাহারদের মতের বিষয়ে বাদানুবাদ করিলেন; তাহাতে মুসলমানেরা উত্তর করিল যে আমারদের এই পাঁচ স্থূল আরাধনার পথ. প্রথমতঃ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা অতুল্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরেতে ভক্তি করা. দ্বিতীয়তো দরিদ্র লোকেরদিগকে বৎসরীয় উপার্জ্জনের চতুর্থাংশ দান. তৃতীয়তো দিনের মধ্যে পাঁচবার আরাধনা. চতুর্থতো বার মাসের মধ্যে এক মাস উপবাস করা. পঞ্চমতো আপন জীবনের মধ্যে এক বার মক্কাতে গিয়া ঈশ্বরারাধনা করা. ইহাতে জঙ্গীসখা উত্তর করিলেন যে প্রথম চারি বিষয় আমার গ্রাহ্য কিন্তু পঞ্চম আমার অমনোনীত, যেহেতুক সকল পৃথিবী ঈশ্বরের অতএব এক স্থানহইতে যে অন্য স্থান ঈশ্বরারাধনা বিষয়ে উপযুক্ত সে হাস্যাস্পদ.

ইহারপরে অত্রাখানের প্রতিকূলে জঙ্গীসখাঁয়েরগমন হইল. অত্রাখানের লোকেরা জঙ্গীসখাঁয়ের নিকটে নম্র হইয়া তাহার কৃপা এত পাইল যে কতক বর্ষপর্য্যন্ত জঙ্গীসখাঁ তাহারদের রাজকর ক্ষমা করিলেন. ১২২৪ সালে তিনি তোকাত নগরে দেশের মহাসভা একত্র করিলেন. সেখানে তিনি সেনাপতিরদিগকে ও আপনার অধীন রাজারদিগকে ও আপন মিত্র রাজারদের উকীলেরদিগকে একত্র করিলেন. তাহারদিগকে এক

immense plain, and distributed rich presents. The plain though twenty-one miles in length, could scarcely contain the immense crowd that was assembled. From the eastern borders of China to the west of Persia, and from the farthest northern extremity of Tartary, princes flocked to the assembly. The chamber of audience was supposed to hold two thousand. A magnificent throne was erected in it, which, to remind the Khan of his former poverty, was covered by his order with the same cushion on which he had sat when chief of only his native province. On the top of each tent, the richest silks were suspended, which gave this immense town the most splendid appearance. Seated on his throne, the Khan made a speech to the assembly, and ordered the laws he had enacted to be read, after which he dismissed it.

Unsated with conquest, he next carried his arms into several parts of China which had not submitted to him; and into the northern provinces of India. He next conquered Korea, and the kingdom of Hya, and a tribe of independent Turks.

In the beginning of the year 1227 he fell ill near a forest in the Chinese empire, and considering his end approaching, resolved to appoint a successor. To this purpose he ordered his sons and the princes of

মাঠে নানা প্রকার সুখে এক মাসপর্য্যন্ত ভোজন করাইয়া পরে তাহারদিগকে উত্তম পারিতোষিক দিলেন. সে মাঠ সাড়ে দশ ক্রোশ লম্বা ছিল তথাপি সে সকল লোকের কারণ সেখানে স্থান কুলাইল না. সেখানে চীন দেশের পূর্ব্ব সীমাহইতে ও পারসী দেশের পশ্চিম সীমাহইতে ও উত্তরে তাতার দেশের উত্তরসীমা হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল. জঙ্গীসখাঁয়ের মজুরাগাহেতে অনুমান দুই হাজার লোক ধরিত. তাহার মধ্যখানে অত্যন্ত শোভাযুক্ত এক সিংহাসন ছিল, ও আপন পৈতৃক রাজ্যমাত্র ভোগ করিবার কালে যে আসনে তিনি বসিতেন সে আসন আপনার পূর্ব্বকালীন দরিদ্রতা স্মরণের কারণ ঐ সিংহাসনের উপরে বিস্তীর্ণ ছিল. প্রত্যেক তাম্বুর উপরে উৎকৃষ্ট রেশম ছিল, তাহাতে ঐ ছাউনিরূপ মহানগর অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী দেখা যাইত. তিনি ঐ সিংহাসনের উপরে বসিয়া সুন্দর বক্তৃতা করিলেন, এবং স্বকৃত ব্যবস্থা পাঠ করিতে আজ্ঞা করিলেন, পরে সিংহাসনহইতে নামিলে সভা ভাঙ্গিল.

আপনার দেশ জয় করণ বায়ু নিবৃত্ত না হওয়াতে তিনি হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগস্থ চীন দেশে জয়াবশিষ্ট দেশ জয় করিতে সসৈন্য প্রস্থান করিলেন, এবং কোড়িয়া দেশ ও হেয়া দেশ ও স্বাধীন তুরুকেরদের এক জাতিকে তিনি অধিকার করিলেন.

১২২৭ সালে চীন রাজ্যের এক বনেতে তিনি রোগগ্রস্ত হইলেন, এবং আপন মরণাবধারণ করিয়া আপন পদে অন্যকে বসাইতে স্থির করিলেন, অতএব আপন পুত্র ও পরিজনেরদিগ

the blood to be called before him; then raising himself up, with that majestic look that had always gained him respect and awe, he said, 'I leave you the mightiest empire in the world; if you will preserve it, always continue united, if discord steals in among you, you will inevitably be ruined.' After this he appointed his son Oktay Grand Khan of khans, and expired. His body was interred with great magnificence in a place which he had chosen for that purpose under a beautiful tree, where on his return from hunting he had reposed himself a few days before with great satisfaction. A noble monument was erected over his grave, and those who came to visit the tomb planted other trees round it in such delicate order, that it became in a short time one of the finest sepulchres in the world.

Jenghis-khan possessed all the qualities requisite for a great conqueror, a genious to plan grand enterprizes, consummate wisdom and prudence; a natural flow of eloquence, extraordinary patience; a large understanding, and a penetrating judgment; but all these virtues were sullied by his extreme cruelty. No conqueror ever erected so mighty an empire in so short a time, and few have been more stained with crimes and bloodshed. His dominions

কে ডাকিলেন ও যে প্রতাপী মুখ দেখিয়া লোকেরা তাঁহাকে ভয় ও সম্ভ্রম করিত, সেই মুখ উঠাইয়া কহিলেন, যে হে পুত্রেরা আমি পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে মহারাজ্য তোমারদিগকে দিতেছি; কিন্তু যদি ইহা রক্ষা করিতে বাসনা কর তবে একবাক্যতাতে থাক, যদি তোমারদের মধ্যে বিবাদ প্রবিষ্ট হয় তবে সর্ব্বনাশ হইবে. পরে তিনি আপন পুত্র অক্তায়ীকে মহাখাঁ নামে খ্যাত করিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলেন. ইহার পুর্ব্ব কতক দিন হইল তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; তৎকালে সেই স্থান আপন কবরের নিমিত্ত পছন্দ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অন্ত্যেষ্ঠ্যরূপে সেখানে তাহার শব রাখা গেল. তাহার কবরের উপরে সুন্দর ঘর গাঁথা গেল, এবং ঐ কবরের দর্শনার্থ যখন যে যাইত তখন ঐ কবরের চারি দিকে সুন্দরং বৃক্ষ রোপণ করিত; এইপ্রযুক্ত অত্যল্প দিনের মধ্যে সে পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে অতিসুন্দর কবর হইল.

মহাজয়শীল ব্যক্তির যেং গুণ অপেক্ষিত সে সকল জঙ্গীসখাঁয়ের ছিল, অর্থাৎ মহাকীর্ত্তির পাগুলেখ করিবার গুণ, এবং অতুল্য জ্ঞান, ও অব্যাহত গতি, ও জল স্রোতের মতসদ্বস্তুতা, ও মেধাবিত্ব, ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, কিন্তু তাহার এই সকল গুণ নির্দ্দয়তাতে আচ্ছাদিত ছিল. কোন জিষ্ণু ব্যক্তি এত অল্পকালে এমত মহারাজ্য সৃষ্টি করে নাই এবং কোন ব্যক্তি দোষে ও রক্তেতে আপন হস্ত এত

extended five thousand four hundred miles from east to west, and three thousand from north to south; and the Chinese historians relate, that during his career which lasted twenty-two years, he put to death eighteen millions of human beings. This is beyond belief, but the massacres he committed, must have been enormous to have occasioned such a report. He had a great number of wives and many children;—some have exalted the number of his concubines to five hundred.

The laws which he enacted, were so excellent that they are to this day held sacred in Tartary. Timur-beg, who was born one hundred and eleven years after him, caused them to be observed throughout his empire.

(To be continued.)

Of the Treatment of the Dead among different Nations.

The mode in which different nations dispose of the bodies of the dead, is a subject of considerable interest, inasmuch as there are scarcely any two nations, among whom some difference is not observable in this respect.

The English, and all the nations of Christendom bury their dead. The Americans likewise, who emi-

মলিন করে নাই তাহার অধিকার দুই হাজার সাত শত ক্রোশ ব্যাপক, এবং উত্তর দিগহইতে দক্ষিণে পোনের শত ক্রোশ ব্যাপক ছিল. চীনের ইতিহাসবক্তা কহিয়াছেন যে তিনি বাইশ বৎসরে এক কোটি আশী লক্ষ লোক বধ করিয়াছেন, কিন্তু এই কথা অবিশ্বসনীয়; তথাপি এই মত জনরবে জানা যায় যে তাহার প্রাণি বধ করার শেষ নাই. তাহার অনেক স্ত্রী এবং অনেক সন্তান ছিল; কেহ২ তাহার স্ত্রী পাঁচ শত বর্ণনা করিয়াছে.

যে ব্যবস্থা তিনি প্রকাশ করিলেন সে এমত উত্তম যে সে ব্যবস্থা অদ্যপর্য্যন্ত তাহার দেশে চলে. এবং তাহারপর তৈমূরবেগ জন্মিয়া এক শত এগার বৎসর সেই ব্যবস্থা রাখিতে আজ্ঞা করিলেন.

(ইহার শেষ কথা আগামী ভাগে দেওয়া যাইবে.)

নানাদেশীয় লোকের শববিষয়ক ব্যবহার.

নানা দেশীয় লোকেরা যে প্রকারে মৃত শরীরের শেষ ক্রিয়া করে সে অগ্রাহ্য নহে, যেহেতুক এমন দুই জাতি নাই যে যাহারদের শববিষয়ক ক্রিয়াতে বৈলক্ষণ্য নাই.

ইংগ্লণ্ডীয়েরা এবং সকল খ্রীষ্টিয়ানেরা শব মৃত্তিকার মধ্যে পোতে. আমেরিকীয়েরা ইংগ্লণ্ডহইতে উঠিয়া গিয়া আমে

grated thither from England, and who now form a distinct nation, follow the customs of their ancestors. The body of the first President of their republic, Henry Laurens, was however, burnt by his own special directions. But this is a solitary instance of the practise.

Among the natives of Hindoost'han the Hindoos burn the bodies of their deceased relatives, and the Mahomedans bury them. Among the Burmans the general practice is burning. Criminals and those who die of diseases which are regarded as loathsome, are buried; but it is considered disgraceful.

Among the Hottentots, burial is the exclusive privilege of the king; all other bodies are thrown to the wild beasts without the least compunction. A great deal of barbarous indifference prevails among them in this respect, as they generally throw out into the fields the bodies of their friends, when they perceive the first symptoms of death. This arises from a belief that if death occurs in their habitations, it will entail on them a succession of calamities. They have therefore no funeral rites.

The inhabitants of New Holland place the dead bodies of their relatives upright in the hollow stumps of trees, and paint the skulls and bones partly white and partly red.

রিকাতে অনেক কালাবধি বসতি করিয়াছে ও স্বতন্ত্র রাজ্য হই য়াছে, তাহারাও আপন পূর্ব্ব পুরুষেরদের ব্যবহার ত্যাগ করে নাই. কিন্তু তাহারদের প্রধান অধ্যক্ষ হেনরি লারন্স সাহেব আপন মৃত শরীর আপনার আজ্ঞায় দগ্ধ করাইলেন; এই ব্যব হার সর্ব্বসাধারণ নহে একবারমাত্র হইয়াছিল.

হিন্দুস্থানে হিন্দু লোকেরা আপনারদের শব দাহ করে এবং মুসলমানেরা পোতে. ব্রুহ্মা দেশীয়েরদের মধ্যে দাহ ব্যবহার আছে, দুষ্ট লোকেরদের ও ঘৃণ্য রোগার্ত্ত জনেরদের শরীর পোতে এই ব্যবহার তাহারদের অসংভ্রমসূচক.

কাফ্রিরদের মধ্যে কবর দেওয়া কেবল রাজার উপযুক্ত, অন্যং শব নির্দ্দয়তারূপে বনে পশুরদের নিকটে ক্ষেপ করা যায়. এই বিষয়ে তাহারদের অত্যন্ত অসভ্য অনবধান আছে. যেহেতুক তাহারা মরিবার প্রথম চিহ্ন দেখিয়া আপন মিত্রেরদের শরীর বনে নিক্ষেপ করে. তাহারা ভাবে যে যদি কোন ব্যক্তি ঘরে মরে তবে অশেষ কালপর্য্যন্ত সেখানে দুর্ভাগ্য হইবে; অতএব তাহারদের কিছুমাত্র চরম ক্রিয়া নাই.

নবহলাণ্ডের লোকেরা আপনারদের মিত্র লোকের শব মহা বৃক্ষের কোটরের মধ্যে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে এবং শবের মস্তক ও অস্থি শ্বেত কিম্বা রক্ত বর্ণ করে.

In South America some tribes on the Oronoco fasten their dead by a rope to the trunk of a tree on the shore, and sink the body in the river; in the course of twenty-four hours, the skeleton is completely stripped by the fish; after which the bones are carried home and preserved.

Another race of savages in the same region reduce the bones of the dead to powder, and as an act of piety mingle them with their food. Some of the Moxo tribe in that region have a similar custom. They make this powder into cakes with a mixture of maize, and consider it as the surest pledge of friendship to partake of this family meal among their friends.

The rudest mode of preserving the dead is found on the banks of the Congo in Africa. They do not bury them for six or seven years, but envelope them in cloth to defend themselves from the smell of putrefaction. The wrappers are successively multiplied according to the capacity of the relatives. In the case of rich and very great men the bulk of the body being increased by these various envelopes, the first hut in which the body was deposited becomes too small, and a second, a third and in some cases even a sixth, are added, each increasing in dimensions with the increase of the body. It is finally buried.

দক্ষিণামেরিকাতে অরুণকো নদীর তীরস্থ লোকেরা রজ্জুদ্বারা শব বান্ধিয়া জলের মধ্যে নিক্ষেপ করে, ও রজ্জু তীরস্থ বৃক্ষে বান্ধিয়া রাখে, তাহাতে মৎস্যেরা চব্বিশ ঘণ্টায় ঐ শবের সমুদায় মাংস খাইয়া যায় এবং অবশিষ্ট অস্থি তাহারা ঘরে আনিয়া রক্ষা করে.

তত্রস্থ অন্য এক অসভ্য জাতিয়া ঐ অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ধর্ম্ম ক্রিয়া জ্ঞানে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মিশ্রিত করে. সেখানে মক্কোনামে জাতির আশ্চর্য্য ব্যবহার আছে; তাহারা জনারের আটার সহিত ঐ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক করে এবং তাহারা মিত্রতা করিবার কালে ঐ গৃহজাত পিষ্টক ভোজন করে; সে সকলহইতে পরম মিত্রতার এক চিহ্ন.

মৃত লোকেরদিগকে রাখিতে সকলহইতে অপকৃষ্ট রীতি আফ্রিকা দেশের কঙ্গ নদীর তীরে আছে. তাহারা ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত মৃত শরীর কবরে দেয় না, কিন্তু গন্ধ নির্গত না হওনের কারণ বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করে; এবং তাহারা আপনারদের অর্থানুসারে ঐ বেষ্টনের বস্ত্র বাড়ায়; যদি কোন ভাগ্যবান লোক মরে তবে তাহার শরীরে এত বস্ত্র জড়ায় যে বস্ত্র জড়াইতেং এক ঘরে সে শব ধরে না, পরে অন্য ঘরে লইয়া রাখে সেখানেও ঐ রূপে বস্ত্র জড়াইতেং ধরে না, তাহাতে অন্য ঘরে লইয়া যায়; এই রূপ ছয় ঘরপর্য্যন্ত রাখিয়া পরে তাহাকে কবর দেয়.

A more loathsome custom prevails in Guiana. On the death of any of their chiefs his body is watched for thirty days by his wives, whose duty it is to keep close to it during that time, and not to suffer a single fly to settle on it, while its putrefaction attracts them by millions. At the end of that period it is buried, and one of the women with it for a companion.

In the Peruvian Andes, the dead are placed in towers, and not covered with earth. It has been said of the ancient Phrygians that when a priest died, they placed his body on a high pillar, as if he were to continue to instruct the people from thence after his death. The Persians are persuaded that if a true Moslem dies among the infidels, the angel of the grave will not permit his body to remain in such bad company, but will transport it through the air to a country of believers.

An old Mahomedan traveller who visited Serindeep or Ceylon, relates, that when the king died, his body was placed on a carriage in such a position that the head hung down to the ground; and that women followed it, throwing dust on the head of the corpse,

গিয়ানা দেশেতে ইহাহইতেও কুব্যবহার চলে; যখন তাহারদের মধ্যে কোন অধ্যক্ষ মরে তখন তাহার স্ত্রীরা ত্রিশ দিনপর্য্যন্ত সে শবত্যাগ করে না, সে শবের নিকটে তাহারদের সর্ব্বদা বসিয়া থাকিবার আবশ্যকত্ব. সে শরীরের দুর্গন্ধ লক্ষ২ মক্ষিকারদিগকে আকর্ষণ করে তথাপি তাহারা এমন সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকে যে এক মক্ষিকাও বসিতে পারে না. ঐ ত্রিশ দিনের পরে ঐ শবকে কবরে দেওয়া যায় ও তাহার সহিত সহবাসার্থে এক স্ত্রীকে তাহার সহিত কবরে দেয়.

পিরু দেশের পর্ব্বতীয় লোকেরা মৃত লোককে দুর্গের উপরে রাখে তাহার উপরে কিছু আবরণ করে না. পূর্ব্বকালে ফ্রিজিয়া দেশীয়েরদের মধ্যে অধ্যাপক মরিলে তাহার শব এই বোধ করিয়া কোন উচ্চ স্তম্ভের উপরে রাখে, যে সে মরণান্তেও লোকেরদিগকে উপদেশ দেয়. পারসী দেশীয় লোকেরা এই মত জ্ঞান করে যে যদি কোন সত্য মুসলমান অবিশ্বাসি লোকের মধ্যে মরে, তবে কবরের দূতেরা এমন মন্দ সভার মধ্যে থাকিতে দিবে না, কিন্তু আকাশ পথদ্বারা আনিয়া অবশ্য বিশ্বাসি লোকেরদের দেশে তাহাকে লইয়া রাখিবে.

প্রাচীন এক পথিক মুসলমান অনেক দিবসপর্য্যন্ত সিংহল দ্বীপে গিয়াছিল; সে লিখিয়াছে যে যখন কোন রাজা মরে তখন তাহার শব গাড়ীর উপরে এমত রাখে, যে তাহার মস্তক গাড়ীহইতে মৃত্তিকাপর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে এবং সেই মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতে২ তাহার পশ্চাৎ২ স্ত্রী লোকেরা যায়. তিন

After this spectacle had been exhibited for three days, the body was embalmed with sandal wood, camphor, and saffron; it was then burnt, and the ashes scattered to the winds.

One tribe among the Circassians embalm their chiefs in the following manner. They put the body in a wooden coffin, fasten it to the branch of some high tree, and leave a hole at the head that the defunct may look up to heaven. The bees quickly enter the coffin, and take possession of it as they would of a hollow tree, and embalm the body by covering it with honey and wax. When the season arrives, the people open the coffin and take out the honey for the purpose of selling it.

Of the Great Wall of China.

This wall is one of the greatest wonders of China, and in fact of the world. It constitutes the defence of the country on the side of Tartary. It extends fifteen hundred miles in length, and is of such thickness that six horsemen can easily ride abreast upon it. It is flanked with towers two bow shots distant from each other. It was erected two thousand years ago. This extraordinary work is carried on not only through the low lands, and vallies, but over hills and mountains; the highest of one of which was by a celebrated traveller computed at one thousand two

দিন এইরূপ করিয়া পরে সে শরীরে চন্দন ও কর্পূর ও কেসর এই তিন দ্রব্য পূর্ণ করিয়া রক্ষা করে, পরে সেই শরীর দগ্ধ করে এবং তাহার ভস্ম আকাশে উড়াইয়া দেয়.

সরকাসিয়া দেশে এক জাতীয়েরা এইমত আপনারদের অধ্যক্ষেরদের শব রক্ষা করিয়া রাখে. তাহারা মৃত শরীর সিন্দুকের মধ্যে রাখে এবং তাহার চক্ষুর সম স্থানে সিন্দুকে ছিদ্র করে যেন মৃত শরীর তাহার দ্বারা স্বর্গ দেখিতে পায়; পরে ঐ সিন্দুক বৃক্ষের ডালে বদ্ধ করিয়া রাখে. মধুমক্ষিকাসমূহ ঐ ছিদ্রদ্বারা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু ও মোম দিয়া সে শরীরকে আবরণ করে, এবং লোকেরা উপযুক্ত সময়ে সেই মধু তাহাহইতে লইয়া বাজারে বিক্রয় করে.

চীন দেশের মহাপ্রাচীরবিষয়ে.

এই প্রাচীর চীন দেশের সকলহইতে আশ্চর্য্য এবং প্রায় পৃথিবীর মধ্যে আশ্চর্য্য. ঐ প্রাচীরদ্বারা তাতার দেশহইতে সে দিকে চীন দেশের রক্ষা হয়. সে দীর্ঘ সাড়ে সাত শত ক্রোশ সে এমত আয়ত যে ছয় জন ঘোড়সোয়ার সমানে তাহার উপরে দৌড়িতে পারে সে প্রাচীর দুইং তীর অন্তরে একং দুর্গদ্বারা দৃঢীকৃত. সে দুই হাজার বৎসর গত হইল গাঁথা গিয়াছে. এই অদ্ভুত প্রাচীর কেবল মাঠে ও উপত্যকা ভুমিতে গাঁথা গিয়াছে সে নহে কিন্তু বৃহৎ পর্ব্বতের উপরেও গাঁথা গিয়াছে, এক জন খ্যাত পথিক হিসাব করিয়া দেখিল যে সে পর্ব্বত আট

hundred and thirty-six feet. To the north of the city of Suen it is interrupted by a ridge of hideous and inaccessible mountains to which it is closely united. To carry it over rivers, it has been constructed on arches, beneath which the water flows freely. After running about one thousand five hundred miles it terminates in impassable mountains and sandy deserts. The foundation consists of large blocks of stone laid in mortar but all the rest is composed of brick. It is said that a third of the able bodied men in the empire were employed in constructing it, and that the workmen were ordered under pain of death to place the materials so closely together that not the least entrance might be afforded for any instrument of iron. The whole is so strong and well built that it needs no repairs, and in the dry climate in which it stands may continue for ages. It was begun and completely finished in five years, and it is reported that the laborers stood so close together for many miles that they could hand the materials from one to another.

This is one of the most astonishing productions of human labor and industry in the earth. On a moderate calculation it contains materials more than sufficient to erect all the dwelling houses in England and Scotland, admitting their number to be, 1,800,000. In this calculation, the projecting

শত চব্বিশ হাত উচ্চ. য়ুয়েন নগরের উত্তরে তাহার পথে অত্যন্ত দুর্গম পর্ব্বত আছে তথাপি তাহার সহিত সংলগ্ন ঐ প্রাচীর করা গিয়াছে, এবং যে স্থানে নদী আছে সেখানে নদীর উপরে খীলান করিয়া তাহার উপরে প্রাচীর গাঁথা গিয়াছে ও তাহার নীচে দিয়া জল চলে. এই প্রাচীর সাড়ে সাত শত ক্রোশ চলিয়া তাহার পর অগম্য পর্ব্বত ও মরুভূমিতে বিরত হইয়াছে. তাহার প্রস্থান বৃহৎ প্রস্তরেতে ও চূর্ণেতে গ্রথিত কিন্তু অন্য সকল ইষ্টকনির্ম্মিত. এই মত জনরব আছে যে রাজ্যের তৃতীয়াংশ বলবান লোক ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল. এবং তাহারদিগকে মরণ দণ্ডভয় প্রদর্শন করাইয়া আজ্ঞা করা গিয়াছিল যে এই প্রাচীর এইমত সংলগ্ন করিবেক যে কোন লৌহ শলাকাদি প্রবিষ্ট হইতে না পারে. সে প্রাচীর এমত শক্ত নির্ম্মাণ করা গিয়াছে যে তাহার মেরামত করিবার কোন আবশ্যক নাই, এবং এমত শুস্ক স্থানে গ্রথিত যে সে চিরস্থায়ী জ্ঞান হয় সে আরম্ভ হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে সমাপ্ত হইল. এমন জনরব আছে যে সে প্রাচীর গ্রন্থন সময়ে রাজমিস্ত্রীরা অনেক ক্রোশপর্য্যন্ত এমত নিকটে২ দাঁড়াইয়াছিল, যে এক জন আর এক জনের হাতে ইট মসালা দিয়াছিল.

পৃথিবীর মধ্যে মানুষের শ্রম ও কীর্ত্তির মধ্যে এই কীর্ত্তি আশ্চর্য্য. তাহার সরঞ্জাম হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ইংগ্লণ্ড দেশে ও স্কটলণ্ড দেশে যদি আটার লক্ষ পাকা ঘর থাকে তবে সকল ঘর ঐ প্রাচীরের সরঞ্জামে নির্ম্মাণ হইতে

towers are not included, which of themselves would suffice to erect a city as large as London, which contains eight thousand streets and lanes. We may farther remark respecting this stupendous and singular fabric that were its materials converted into a wall twelve feet high and four thick, it would possess sufficient length to surround the globe.

Of the Egyptian Sphinx.

THE Sphinx was an object of adoration among the ancient Egyptians; and the images they made of it were remarkable for their prodigious size. Several of these are still to be seen; though they have now been erected for many thousand years. There is one in particular near the pyramids, cut out of the rock which had the head of a woman and the body of a lion, and was much celebrated by the ancients two thousand years ago. The head and neck are only visible at present; the body being buried in the sand. The head is now twenty-six feet high; and fifteen feet from the ear to the chin; but Pliny an ancient writer assures us, that the head was one hundred and two feet in circumference; and that the body was an hundred and forty-three feet long.

The fable respecting the Sphinx implied that it was a monster, with the head of a woman, the body of

পারে ; কিন্তু এই হিসাবে তাহার দুর্গ গণা গেল না ; যেহেতুক আট হাজার গলি পুভৃতিযুক্ত লণ্ডন নগর তাহার এক দুর্গেতে হইতে পারে. এবং সেই আশ্চর্য্য ও বৃহৎ কর্ম্মের বিষয়ে আমরা আরো লিখিতে পারি, যে তাহাতে যত সরঞ্জাম আছে তাহার দ্বারা আট হাত উচ্চ ও আড়াই হাত চৌড়া এক পুাচীর করিয়া তাহা দিয়া তাবৎ পৃথিবী বেষ্টন করা যায়.

মিসর দেশের স্ফিংক্স.

পুাচীন মিসর দেশের লোকেরা স্ফিংক্স পুজা করিত এবং তাহার যে বৃহৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত তাহার বৃহত্ত্ব আশ্চর্য্য. সে মূর্ত্তি অনেক সহসু বৎসরনির্ম্মিতা হইয়াছে তথাপি তাহার কতক অবশিষ্ট আছে. পিরামিদের নিকটে তাহার এক মূর্ত্তি আছে সে পর্ব্বত খুদিয়া বাহির করিয়াছে ; সেই মূর্ত্তির মস্তক স্ত্রীর মত তাহার শরীর সিংহের মত. এই মূর্ত্তির মস্তক ও কণ্ঠ দেশ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, কিন্তু শরীর বালিতে আচ্ছাদিত হইয়াছে. সে মস্তক সতর হাত উচ্চ এবং তাহার কর্ণের পাতার অগু ভাগহইতে চিবুকপর্য্যন্ত দশ হাত ; কিন্তু প্লিনি নামে এক ব্যক্তি পুাচীন ইতিহাসবক্তা লিখিয়াছে যে তাহার মস্তকের পরিধি সাতহত্তর হাত ও তাহার শরীর এক শত হাত লম্বা ছিল.

এই স্ফিংক্সের বিষয় ইতিহাস এই, যে সে একটা দানব তাহার মস্তক স্ত্রীর মত, ও তাহার শরীর কুকুরের মত, তাহার লাঙ্গুল

a dog, the tail of a serpent, the wings of a bird, the paws of a lion, and a human voice. It is said to have been sent to Egypt by Jupiter, to punish the inhabitants, which it did by devouring those who were unable to explain its enigmas. In the midst of the consternation occasioned by her ravages, the Thebans were told that the Sphinx would devour herself as soon as one of the enigmas she proposed was explained. In this enigma, she demanded to know what animal walked on four legs in the morning, on two at noon, and on three in the evening. The king offered his sister in marriage and his crown to him who could deliver his country from the monster by a successful explanation of the enigma. It is said to have been explained by Œdipus, who observed that a man crawled on four legs in his infancy; walked on two in mature life; and on three, when obliged to use a crutch in old age. Perceiving that her enigma was solved, the Sphinx is said to have dashed her head against the rock, and to have expired.

সর্পের মত, তাহার ডেনা পক্ষির মত তাহার পা সিংহের মত, ও তাহার স্বর মনুষ্যের মত. এমত জনরব ছিল যে লোকেরদের দমনার্থে যুপিতর তাহাকে মিসর দেশে পাঠাইলেন. এবং সে লোকেরদিগকে এমত দণ্ড করিত যে আপন প্রহেলিকার অর্থ যে ব্যক্তি করিতে না পারিত তাহাকে সে খাইয়া ফেলিত. ইহাতে তাহার দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত সকল দিকে ভয় জন্মিতেং এক জন মিসর দেশের লোকেরদিগকে কহিল যে তাহার এক প্রহেলিকার অর্থ যদি কেহ করিতে পারে তবে সে আপনি আপনাকে বধ করিবে. সে প্রহেলিকা এই সে জিজ্ঞাসা করিল যে কোন পশু পূর্ব্বাহ্নে চারি পায়ে, গমন করে, ও মধ্যাহ্নে দুই পায়ে, ও অপরাহ্নে তিন পায়ে গমন করে. তাহাতে সে দেশের বাদশাহ অঙ্গীকার করিলেন যে যে কোন লোক এই প্রহেলিকার অর্থ কহিয়া এই দানবহইতে এ দেশ রক্ষা করে তাহাকে আমি আপন ভগিনী ও সকল রাজ্য দিব. লোকে কহে যে এদিপস নামে এক ব্যক্তি ইহার অর্থ এইরূপে করিল, যে মনষ্য স্তনপান কালে চারি পায়ে চলে, তাহারপরে বড় হইলে দুই পায়ে চলে, বৃদ্ধ কালে যখন লগুড় অবলম্বন করে তখন তিন পায়ে চলে. প্রহেলিকার এই অর্থ শুনিয়া আপন প্রতিজ্ঞানুসারে পর্ব্বতে মস্তকাঘাত করিয়া ঐ স্ফিংক্স প্রাণত্যাগ করিল.

Dig-Durshun,

OR THE

INDIAN YOUTH'S MAGAZINE.

No. XIV.

February, 1820.

Dig-Durshun.

No. XIV. FEBRUARY, 1820. Vol. II.

Continuation of the History of Hindoost'han.

Jenghis-khan by overturning the Kharazmian dynasty, completely dissolved the subjection of the provinces east of the Indus to a Sovereign ruling on the other side of that river, and introduced a new system of policy into India. The provinces of Hindoost'han which had been subjugated by the Moosulmans, were thus thrown as prizes in the way of those who in this dissolution of kingdoms could seize on them. Nor was this change altogether disadvantageous to the provinces themselves; the seat of empire after this period was not as formerly at a distance of many hundred miles; but in the very centre of northern India. The provinces were better governed than when tributary to a foreign power, to the grandeur of which they were obliged to contri-

২ খণ্ড. ফিব্রুআরি ১৮২০. ১৪ ভাগ.

হিন্দুস্থানের অবশিষ্ট ইতিহাস.

দীল্লীর রাজা কোতবুদ্দীনের বংশাবলি.

জঙ্গীসখাঁকর্ত্তৃক কারাজিমের রাজ্যভ্রংশ হওয়াতে সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব দিকস্থ দেশে তাহার পশ্চিম দেশীয় রাজারদের অধিকার লোপ হইল, এবং হিন্দুস্থানের উপরে নূতন রাজ্যশাসন উপস্থিত হইল. অতএব মুসলমানেরদের অধিকৃত যে হিন্দুস্থানের প্রদেশ সে এই রাজ্যভ্রংশ সময়ে নিধির মত বহুস্বামিক হইল, কিন্তু ইহাতে সেই২ প্রদেশের অমঙ্গল হইল না, যেহেতুক পূর্ব্বে যেমন দেশের রাজধানী অনেক শত ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী ছিল তেমন পরে হইল না, কিন্তু উত্তর হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তিনী রাজধানী হইল. যখন সেই২ প্রদেশ অতিদূরবর্ত্তি রাজধানীর অধীন ছিল, এবং সে প্রদেশসমূহের ঐ রাজধানীর ঐশ্বর্য্য সম্পাদন করিতে হইত, তৎকালাপেক্ষায় এখন সে প্রদেশে অনেক উত্তম রাজশাসন

bute. The Moosulman princes of Delhi, also, liberated from the care and guardianship of distant provinces, were enabled to extend their conquests over the southern provinces of India and to bestow more attention on the provinces themselves. It does not appear that either the sovereigns of Gujni, Gour, or Kharazm, enjoyed even a nominal authority over any of the provinces south of Benares. Under the first independent sovereign of Delhi, we shall see the Moosulman arms carried into Bengal, and within seventy-two years after, the Deccan subjugated by the Moosulman generals.

The dynasty on whose history we are entering was founded by Kuttub, a slave of Mahommed of Gour, and subsisted for one hundred and seventy-seven years, till the year 1398, when it was overturned by the great Timur-beg. Kuttub, who was a man of very considerable talents, was entrusted by his master with the government of Delhi and of the adjacent provinces, and in that capacity, defeated the Jauts of Goozerat who had besieged Hansi, and on Mahommed's expedition against Kanooj, joined him and with the van of the army defeated the raja of Benares; who, filled with despair at the retreat of his troops, pushed forward his elephant into the midst of his enemies. Cuttub excelled in archery, and dis-

হইল; এবং দিল্লীস্থ মুসলমান বাদশাহেরাও দূরবর্ত্তি প্রদেশ বিষয়ক ভাবনা ও তাহার রক্ষার চেষ্টাহইতে মুক্ত হইয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণ প্রদেশ জয় করণাবকাশ পাইলেন; এবং নিজাধিকৃত প্রদেশের উপরে অধিক মনোযোগ রাখিতে পারিলেন এমত বোধ হয় যে গজনেন ও গোর ও কারাজিমের বাদশাহেরা কাশীর দক্ষিণ প্রদেশে নামমাত্রেও অধিকারী ছিলেন না. কিন্তু পশ্চাদ্বিবরণে দেখা যাইবে যে দিল্লীর প্রথম স্বাধীন বাদশাহের তরবাল বঙ্গভূমিপর্য্যন্ত পঁহুছিল, এবং বাহত্তরি বৎসরের পর দক্ষিণ দেশ মুসলমানেরদের কর্তৃক জিত হইল.

যে বংশের বিবরণ আমরা লিখিব সে গোরের রাজা মহমূদের এক দাস কোতবুদ্দীনকর্ত্তৃক স্থাপিত হইল. সে ১৩৯৮ সালপর্য্যন্ত, অর্থাৎ এক শত সাতহত্তরি বৎসরপর্য্যন্ত সিংহাসনে বসিল, ঐ বৎসরে মহাতৈমুরবেগ সে বংশ ভ্রষ্ট করিলেন. কোতবুদ্দীন অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন, এবং আপন প্রভুকর্তৃক দিল্লী ও তচ্চতুর্দিক্‌স্থ দেশের অধিকারিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া হানসী নগরের আক্রমণকারী গুজরাতের জাঠনামক এক জাতিরদিগকে জয় করিলেন. এবং মহমূদ যখন কান্যকুব্জাক্রমণেচ্ছাতে গেলেন তখন ঐ কোতবুদ্দীন তাহার সহিত মিলিয়া তাহার সৈন্যের অগ্র ভাগ লইয়া কাশীর রাজাকে জয় করিলেন. ঐ রাজা আপন সৈন্যেরদের যুদ্ধ পরাবৃত্তিপ্রযুক্ত আপনি গজারোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন. কোতবুদ্দীন ধনুর্বিদ্যাতে অতিপণ্ডিত ছিলেন, ও তিনি বিপক্ষ রাজার চক্ষুতে এক বাণ ক্ষেপ করাতে ঐ রাজা

charged an arrow into the eye of the Raja, which brought him to the ground. The number of the slain was so great that the body of the Raja continued concealed for a long time. The emperor following up his victory took the city of Benares, and proceeded to the boundaries of Bengal. He destroyed all the idols of the sacred city and loaded four thousand camels with the spoil found in it. This was the first time this sacred city had been taken by the Moosulmans.

After the departure of Mahommed, Cuttub returned to Delhi, where he received advice that Himrage brother of the discomfited king of Ajimere was advancing against him. Cuttub marched out and defeating him, pursued him to the very gates of Ajimere. After this he turned his arms against Goozerat which he completely plundered. About this time while his army was dispersed, he received intelligence that several of the Rajpoot sovereigns had leagued against him; and as he was obliged to meet them with only a part of his army, he was completely defeated, and after receiving six wounds, was obliged to fly to Ajimere, where he continued shut up till Mahommed sent an army from Gour to relieve him. The Gouride generals obliged the enemy to raise the siege, and Cuttub in his turn pursued them into their own territories. Soon after Cuttub march-

ভূমিতলে পড়িলেন. সেই যুদ্ধে এত লোক মারা পড়িল যে রাজার শব সকলের নীচে অনেক ক্ষণ আচ্ছাদিত রহিল. মহমুদ আপন জয় সম্পূর্ণ করিতেং কাশী নগরাধিকার করিয়া বঙ্গভূমির সীমাপর্য্যন্ত আইলেন, ও সেই ধর্ম্ম নগরের তাবৎ দেবপ্রতিমা নষ্ট করিলেন, এবং সেখানে যে ধন লুঠিয়া লইলেন তাহাতে তিনি চারি হাজার উষ্ট্র বোঝাই করিলেন. এই প্রথমবার সেই নগর মুসলমানকর্তৃক বিধ্বস্ত হইল.

মহমুদের পুনর্গমনের পর কোতবুদ্দীন দিল্লীতে গেলেন, এবং সেখানে শুনিলেন যে আজমের শহরের পরাজিত রাজার ভ্রাতা হেমরাজ আপনার প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন. ইতো মধ্যে কোতবুদ্দীন তাহার সহিত মিলিলেন, ও তাহাকে জয় করিয়া আজমেরের দ্বারপর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গেলেন. ইহার পর কোতবুদ্দীন গুজরাত দেশের বিপরীতে গিয়া সে দেশ একেবারে লুঠ করিলেন. এই কালে যখন তাহার সৈন্য নানা স্থানে বিস্তারিত ছিল তখন তাহার বিপক্ষেরা রজপুত দেশে একবাক্য হইল, তাহা শুনিয়া আপনার এক ভাগ সৈন্যমাত্র লইয়া তাহারদের সহিত কোতবুদ্দীনের সমর করিতে হইল. কিন্তু তাহাতে তিনি পরাজিত হইলেন ও আপনার ছয় অঙ্গে আঘাতী হইলেন, পরে আজমেরপর্য্যন্ত পলায়ন করিলেন. তিনি তাবৎ সেখানে বদ্ধথাকিলেন যাবৎ মহমুদ সসৈন্য গোর হইতে আসিয়া তাহাকে মুক্ত না করিলেন. গোরের সেনাপতিরা আসিয়া বেষ্টনকারি বিপক্ষেরদিগকে দূর করিলে

ed with an army to the assistance of his old master who had been defeated in Turkestan, and who was about this time assassinated as we have before related. Cuttub on his death assumed the title of king, and proclaimed himself an independent sovereign. Anxious to augment his dominions, he took possession of Gujni which had been seized by Eldoze, another of the slaves of Mahommed. He then gave himself up to every kind of intemperance, and Eldoze having recruited an army with the utmost expedition and secrecy, retook Gujni, before Cuttub was aware of his approach, and drove him back to Delhi, where he exercised himself in the practise of justice and temperance, and governed his kingdom with great moderation till his death, which happened in the year 1210 by a fall from his horse.

Aram.

After the death of Cuttub, his son Aram ascended the throne, but his weakness soon occasioned insurrections and massacres. The generals of Cuttub seized on the various provinces of the empire, which was on the point of dissolution, when the great Omrahs at a general council invited Altumush, an adopted son of Cuttub to the throne. A battle ensued between him and Aram, in which the latter was totally defeated.

কোতবুদ্দীন তাহারদের দেশপর্য্যন্ত পশ্চাৎ২ তাহারদিগকে তাড়াইলেন. অনন্তর গোরের মহমুদ তুরকী স্থানে আপনি পরাজিত হইলেন, তৎপ্রযুক্ত আপন প্রাচীন মুনীবের সাহায্যার্থে কোতবুদ্দীন সসৈন্য সেখানে গেলেন. পরে গোরের মহমুদ ছল ক্রমে মারা গেলেন. তাহার মরণের পর কোতবুদ্দীন রাজ্যের ভার লইলেন, ও আপনাকে স্বাধীন রাজা প্রকাশ করিলেন. তিনি আপন অধিকার বাড়াইবার ইচ্ছাতে গজনেনের রাজ্য মহমুদের অন্য দাস এলদোসের হস্তহইতে লইয়া মদ্যপ্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যসনেতে আপনাকে আসক্ত করিলেন. ইহাতে এলদোস পুনর্ব্বার অতিশীঘ্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অকস্মাৎ গজনেন লইলেন, ও কোতবুদ্দীনকে দিল্লীতে তাড়াইয়া দিলেন. সেখানে তিনি ন্যায়েতে ও যাথার্থ্যেতে ও সামানাধিকরণ্যে মরণপর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিলেন. অপর তিনি ঘোটকহইতে পড়িয়া ১২১০ সালে মরিলেন.

আরামশাহ.

কোতবুদ্দীনের পুত্র আরামশাহ আপন পিতৃ মরণানন্তর সিংহাসনে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রাজ্যে নানা স্থানে নানা উপপ্লব ও বধ হইতে লাগিল. কোতবুদ্দীনের সেনাপতিরা নানা রাজ্য আপন২ নামে গ্রাস করিল, তাহাতে রাজ্যনাশ প্রায় উপস্থিত হইল. তৎকালে প্রধান ওমরারা একত্র হইয়া এক মহা সভা করিয়া কোতবুদ্দীনের পোষ্য পুত্র আলতমসকে সিংহাসনারোহণ করিতে আহ্বান করিল. তাহাতে আরামের সহিত আলতমসের ঘোরতর সমর উপস্থিত হইলে আরাম মারা পড়িলেন.

Altumush.

Altumush found himself on his accession engaged in warfare with several refractory chiefs whom he defeated and thereby restored tranquility to the empire. In the year 1221, the unfortunate Jallalooddin was obliged to retreat from the great Khan into India. Altumush opposed him with all his forces and obliged him to return to the banks of the Indus. Four years after this he made an expedition into Bengal, where he struck the currency in his own name, and appointed his son Nasir Governor of Bengal, and Yeas-ul-din, governor of Behar. Soon after a war broke out between these two in which Nasir was victorious. From the plunder of Behar he sent ample presents to his friends at Delhi.

Altumush still anxious to extend his dominions, attacked the sovereign of Moultan in the year 1225, and in a short time added it to his own dominions. The emperor about this time received an embassy from Arabia with the royal robes of the caliphat, which he assumed, during a magnificent festival. The same year he received intelligence of the death of his son the viceroy of Bengal; on which he marched thither a second time, and appointed his younger son to the vacancy. Gualior had in the recent revolutions fallen into the hands of the Hindoos.

আলতমস.

আলতমস সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র কতক বিপক্ষ সেনা পতিরদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার দেশ শান্ত করিলেন. ১২২১ সনে অভাগ্যবান জলালুদ্দীন মহা খাঁহইতে হিন্দুস্থানে পলাইলেন, আলতমস সসৈন্য গিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে সিন্ধু নদীতীরে প্রস্থান করাইলেন. ইহার চারি বৎসর পরে আলতমস এই বঙ্গভূমিতে আইলেন, এবং আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন, ও আপন পুত্র নাজেরকে বঙ্গভূমির অধ্যক্ষতা দিলেন; এবং গয়াসুদ্দীনকে বেহারের অধ্যক্ষতা দিলেন. অনন্তর ঐ উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতে নাজের জয়ী হইলেন, এবং বেহারের লুটহইতে দিল্লীনগরবাসি আপন মিত্ররদের নিকটে অনেক সামগ্রী পাঠাইলেন. আলতমস আপন রাজ্যবৃদ্ধি চেষ্টাতে থাকিতে২ ১২২৫ সালে মুলতানের রাজ্যের উপরে আক্রমণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরে সে রাজ্য নিজ রাজ্যসম্মিলিত করিলেন.

এতৎকালে বাদশাহের নিকটে আরব দেশহইতে সমারোহ পূর্ব্বক কালিফের এক উকীল পঁহুছিলেন, এবং তিনি আপন মুনীবকর্তৃক প্রেরিত রাজবস্ত্র আনিলেন. বাদশাহ এক উৎসবের কালে সেই বস্ত্র পরিধান করিলেন. সেই বৎসর বাঙ্গালার অধ্যক্ষ আপন পুত্রের মৃত্যু সমাচার পাইলেন, অপর তিনি দ্বিতীয়বার বঙ্গভূমিতে আইলেন, ও আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে সে খানে পদার্পিত করিলেন. রাজ্যের উপপ্লবপ্রযুক্ত গড় গোয়া

Altumush besieged it for a whole year, at the end of which the garrison being reduced to great extremity, capitulated. After the reduction of this place he marched into Malva to the banks of the Nurbudda, took the ancient city of Oojjuyinee, and destroyed the renowned and rich temple of M*u*ha-kal, which had been constructed on the same plan with that of S*u*m*a*-nath*a*, and had occupied three hundred years in building, being surrounded with a wall, a hundred cubits in heighth. The image of M*u*ha-Kalee, and of the great Vikramajit, so renowned throughout India, he ordered to be conveyed to Delhi, and to be thrown at the threshold of the great mosque.

After his return from this expedition, he went into Moultan to settle the province, but was taken ill on his march, and returning to Delhi died in the year 1235, after an enterprizing and vigorous reign of twenty-six years, leaving the empire larger than he had found it. At this time all the countries from Delhi, down to the Sunderbunds, acknowledged the sovereignty of the empire and sent their tribute annually to the capital.

Feroze.

Feroze happening to be at Delhi on a visit at the time of his father's death, immediately ascended

লিয়র হিন্দু রাজারদের হস্তগত হইয়াছিল, আলতমস এক বৎসর ঐ গড় ঘেরিলে রক্ষকেরা অনুপায় ভাবিয়া তাহার হস্তে ঐ গড় সমর্পণ করিল. এই স্থানাধিকার করিবার পরে তিনি মালুয়া দেশে গেলেন, ও নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ প্রাচীন উজ্জয়নী নগর লইলেন, এবং মহাকালের অতিসুখ্যাত সৌভাগ্যযুক্ত মন্দির নষ্ট করিলেন. সেই মন্দির সোমনাথ মন্দিরের অনুসারে গ্রথিত হইয়াছিল; তাহার গ্রন্থন কর্ম্মে তিন শত বৎসর গত হইল, ও তাহার প্রাচীর চতুর্দ্দিক এক শত হাত উচ্চ ছিল. ঐ নগরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ও মহাকালের যে মহাপ্রশস্ত মুর্ত্তি ছিল সে দুই মুর্ত্তি তিনি দিল্লীতে লইয়া গিয়া মহামসজিদের দ্বারের পদস্থলে গাঁথিয়া রাখিলেন.

এই যুদ্ধানন্তর আগমনকালে মুলতান দেশ তিনি শান্তিযুক্ত ও স্থির করিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে পথে তাহার রোগ জন্মিল. পরে দিল্লীতে পুনর্ব্বার পঁহছিলেন, এবং ছাব্বিশ বৎসর উৎসাহরূপে রাজ্য করিলে ১২৩৫ সালে পরলোকগত হইলেন. তিনি যত পৈতৃক অধিকার পাইয়াছিলেন তাহাহইতে অধিক রাজ্য রাখিয়া গেলেন. তাহার মরণ কালে দিল্লী অবধি সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ তাহার অধীন ছিল, ও বৎসরান্তে রাজধানীতে আপনং রাজকর প্রেরণ করা যাইত.

ফীরোজ.

তাহার মরণকালে তাহার পুত্র ফীরোজ দৈবাৎ দিল্লীতে ছিলেন,

the vacant throne and began to expend his father's treasures upon dancing women, comedians, and musicians, leaving the affairs of Government to the management of his mother. This woman, who had been a Turkish slave, now became a monster of cruelty, and murdered all the women of Altumush's Haram. This step filled the people with horror, and Mahommed, the younger brother of the king, and governor of Oude intercepted the revenues from Bengal, and began to assert independence. At the same time, the different rajas of superior eminence entered into a confederacy against the emperor, and openly commenced war against him, in which they were successful, and advanced Sultana Rizia, the eldest daughter of Altumush to the throne, and imprisoned the emperor's mother. Feroze himself was delivered up to her, and died some time after in confinement; having reigned only six months and twenty-eight days.

Sultana Rizia.

Sultana Rizia was adorned with every qualification necessary for the imperial throne; and those who strictly examined her actions could find in her no fault, but that she was a woman. The year in which her father took Gualior, he appointed her regent in his absence, and when asked the reason by one of

তিনি সেই সময়ে সিংহাসন শূন্য দেখিয়া আপনি আরোহণ করিলেন. এবং স্বপিতৃপার্জিত প্রচুর ধন নর্ত্তকী ও নট ও গায়ক প্রভৃতিরদের কারণ ব্যয় করিতে লাগিলেন, এবং রাজকীয় যাবৎ কর্ম্ম সকল আপন মাতার হস্তে সমর্পিত করিলেন. ঐ স্ত্রী পূর্ব্বে তুরুক দেশে এক বাঁন্দী ছিল, পরে রাক্ষসীর মত নির্দয়া হইয়া আলতমসের অন্তঃপুরে যত স্ত্রীলোক ছিল তাহারদের সকলকে বধ করিল. এই নির্দয় ক্রিয়াতে সকলের মনে উদ্বেগ জন্মিল, ও বাঙ্গালাহইতে যে রাজকর দিল্লী যাইতেছিল তাহা সুবে অযোধ্যার অধ্যক্ষ বাদশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহমূদ লইয়া আপনি স্বাধীন হইলেন. সে কালে যে প্রধান রাজারা ছিলেন তাহারা ফীরোজের প্রতিকূলে সকলে একবাক্য হইলেন, তাহাতে তাহারা জয়ী হইয়া আলতমসের কন্যা রজিয়াকে সিংহাসনে বসাইলেন, এবং ফীরোজ শাহের মাতাকে কারাবদ্ধা করিলেন, কতক কাল পরে ফীরোজ সুলতানা রজিয়ার হস্তে পড়িলেন ও কারাবদ্ধ হইলেন, ও ছয় মাস আটাইশ দিন রাজ্য করিয়া কারাগারেই মরিলেন.

সুলতানা রজিয়া.

দিল্লীর সিংহাসনোপরি আরোহণের যেং গুণ অপেক্ষিত সে সকলেতে সুলতানা রজিয়া বিখ্যাতা ছিলেন, এবং যেং লোক তাহার দোষ গুণ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিত তাহারা কেবল তাহার এক দোষ পাইত, যে তিনি স্ত্রী. তাহার পিতা যে বৎসরে গড় গোয়ালিয়র লইলেন সেই বৎসরে তিনি আপন কন্যাকে রাজ্যের অধ্য

the Omrahs he replied "that Rizia, though a woman, had a man's head and heart, and was better than twenty such sons as his."

Rizia, upon her accession, assumed masculine apparel, and daily gave public audience from the throne. The Omrahs however feeling disgust at a female reign, confederated with her father's visier, sent circular letters to all the other Omrahs of the empire, to allure them from their allegience. This news reaching the governor of Oude, he collected his forces, and hastened to the relief of the empress; but having crossed the Ganges, he was engaged by the confederates, defeated, taken prisoner, and died. The empress found means to sow dissention among the confederates; who, finding themselves in a dangerous situation, retreated into their respective countries.

The prosperity of the Sultana daily increased, Kabric, having submitted to her authority, was confirmed in the Government of Lahore, while the countries of Bengal, and the northern provinces, were also confirmed to their respective viceroys, on promise of future obedience. In the mean time, Kelic Khan, the Sultana's general died, and Hassen was appointed to succeed him. Soon after Jammal gaining great favor with the empress, was

ক্ষতা দিলেন. এবং যখন এক জন ওমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি এমত কর্ম্ম কেন করিলা, তখন তিনি এই উত্তর করিলেন যে পুরুষের যেরূপ বুদ্ধি ও সাহস থাকে, ইনি স্ত্রী হইলেও ইহার তাদৃশ আছে ; এবং ইনি আমার পুত্রের ন্যায় কুছি পুত্রহইতেও উত্তমা.

সুলতানা রজিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়া পুরুষের মত বেশ ভূষাধারণপূর্ব্বক রাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন. ওমরারা স্ত্রীর অধীনত্বেতে অসম্মত হইয়া পূর্ব্ব বাদশাহের উজীরের সহিত ঐক্য করিয়া, রাজ্যের তাবৎ ওমরারদিগকে সুলতানার বশীভূততা ত্যাগ করিতে তাহারদের নিকটে পত্র প্রেরণ করিল. এই সমাচার অযোধ্যার সুবেদারের নিকট পঁহুছিলে তিনি রজিয়ার সাহায্যার্থে আপন সৈন্য সকল একত্র করিলেন ; কিন্তু গঙ্গা নদী পার হইয়া ঐ ঐক্যকারিরদের সৈন্যেরা তাহাকে জয় করিল ও কারাতে বদ্ধ করিলে, তিনি মরিলেন.

ইহারপর সুলতানার সৌভাগ্য দিনেং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল. কাবিরুনামক ব্যক্তি তাহার বশীভূত হইয়া লাহোর রাজ্যের অধ্যক্ষতাতে নিযুক্ত হইল. এবং বঙ্গভূমির ও উত্তর দেশের অধ্যক্ষেরা তাহার অধীনতা স্বীকার করিলে তাহারদের স্বস্বপদেশের অধ্যক্ষতাতে তাহারদিগকে স্থির করিলেন. ইতোমধ্যে সুলতানা রজিয়ার সেনাপতি কিলিকখাঁ মরিল, এবং হোসেন তক্

advanced to the post of Captain-general of the empire.

The nobles were greatly disgusted at this promotion, as the favorite was originally an Abyssinian slave. The Viceroy of Lahore, in the year 1239, threw off his allegiance, and began to recruit his army; but the empress, collecting her forces, marched out against him, and compelled him to make every concession to obtain pardon.

In the same year the governor of Tiberhind, rebelled on account of her partiality to this slave. The empress marched with her army against him, but on the way, all her Turkish chiefs mutinied, a tumultuous conflict ensued, in which her Abyssinian general was killed, and she herself seized and sent into confinement. The army then returned to Delhi, and placed her brother Byram, the son of the emperor Altumush on the throne.

Byram II.

Byram ascended the throne of Delhi, in the year 1239, and confirmed all the laws and customs then in force. Tiggi, in conjunction with the vizier, by degrees took the whole government of the empire upon himself, mounting an elephant upon guard, at his gate, an honor peculiar to royalty. This cir-

পদাভিষিক্ত হইল. ইহারপর জামাল রজিয়ার অনুগৃহীত হইয়া সকল সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল.

ইহাতে কুলীনেরা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইল যেহেতুক জামাল পূর্ব্বে খবসা দেশে এক দাস ছিল. ১২৩৯ সালে লাহোরের অধ্যক্ষ স্বাধীন হইয়া আপন সৈন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল, কিন্তু রজিয়া রাজসৈন্য একত্র করিয়া তাহার প্রতিকূলে গমন করিলেন, এবং তাহাকে পরাজয় করিয়া কৃপালাভার্থে অতি নম্র করাইলেন.

সেই বৎসর তিবরহিন্দ দেশের অধ্যক্ষ এই দাসের প্রতি রজিয়ার অনুগ্রহ করাতে তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিল. তাহাতে রজিয়া সসৈন্যা গমন করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে রজিয়ার তুরকীয় সৈন্য তাহার প্রতিকূল হওয়াতে হঙ্গাম উপস্থিত হইল, এবং রজিয়ার খবসীয় সেনাপতি মারা পড়িল ; অপর রজিয়াকে ধরিয়া তাহারা কারাবদ্ধা করিল. এই কর্ম্মানন্তর সৈন্য দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিল এবং আলতমসের পুত্র সুলাতানার ভাই বহরামকে রাজসিংহাসনে বসাইল.

দ্বিতীয় বহরাম.

বহরাম ১২৩৯ সনে দিল্লীর হিংহাসনে বসিলেন, এবং তৎকালে যে সকল ব্যবহার ও রীতি ছিল, তাহা তিনি অবিকৃত রাখিলেন. তিগ্নীনামে এক ব্যক্তি উজীরের সহিত সাহিত্য করিয়া ক্রমেং রাজশাসন স্বহস্তগত করিল, এবং বাদশাহেরতুল্য ঐশ্বর্য্য করিতে লাগিল অর্থাৎ দ্বারে হস্তী চৌকী রাখিল. ইহাতে বাদ

cumstance raised disgust and jealousy in the emperor's mind; he therefore ordered two Turkish slaves to put on the appearance of drunkenness, and endeavour to assassinate Tiggi and the vizier. Accordingly, upon a certain day when the king gave public audience, the Turks pressed among the crowd, drew their daggers and plunged them into the breast of Tiggi; then, running to the vizier they gave him two wounds; but he escaped through the crowd.

Sunkir Rumi, who was then Master of Requests, placed himself at the head of a powerful faction at court, and began to concert plans to bring about a revolution. The chief justice sent to the emperor, and informed him of the whole affair. A body of cavalry was immediately dispatched to seize the conspirators; but they having obtained previous intelligence, dispersed themselves before the arrival of the horse. A few months after, Rumi and Muza were assassinated at Budaoon by the emperor's emissaries, while Casi Jellal was trodden under foot by elephants. These proceedings raised universal fear and apprehensions and occasioned a general mutiny among the troops. In the mean time news arrived, that the Mogul army of the great Jenghis had plundered Lahore.

The king having called a general council of state, determined to send the vizier to oppose the Mo-

শাহের অন্তঃকরণে ঈর্ষা ও ক্রোধ জন্মিল, অতএব মত্ততা ছল করিয়া তিগ্নী ও উজীরকে বধ করিতে আপনার দুই জন তুরকী দাসেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন. এইপ্রযুক্ত যখন বাদশাহ সভাতে বসিয়া আছেন তখন তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিগ্নীর উদরে অস্ত্রাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ উজীরের নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহার শরীরে দুইবার আঘাত করিল কিন্তু উজীর জনতাপ্রযুক্ত পলায়ন করিল.

শঙ্কর রুমী নামে এক ব্যক্তি সে সময়ে রাজ্যে এক প্রধান পদে নিযুক্ত ছিল; সে সভার মধ্যে এক পরাক্রমী দল করিয়া রাজ্যে উপপ্লব চেষ্টা করিতে লাগিল. দেশের প্রধান বিচারকর্ত্তা বাদশাহের নিকটে ইহার সকল বিশেষ জ্ঞাত করাইল. তৎক্ষণাৎ বাদশাহ কুমন্ত্রণাকারিরদিগকে ধরিবার জন্য অনেক অশ্বারূঢ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা এই সন্ধান পাইয়া ইহারদের পঁহুছনের অগ্রে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল. কতক মাসের পর মোং বদাউনে বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তাহার দূতকর্ত্তৃক শঙ্কর রুমী এবং মুজা এই দুই ব্যক্তি বধ করা গেল; এবং কাশী জলাল নামে কুমন্ত্রণাকারী এক জন হস্তীর পায়ের নীচে মারা গেল. এই কর্ম্ম দেখিয়া সকল লোকেরদের মনে ভয় জন্মিল, এবং সৈন্যের মধ্যে এক প্রতিকূল পক্ষ হইল. ইতোমধ্যে সমাচার পঁহুছিল যে মহাজঙ্গীসখাঁয়ের সৈন্য লাহোর নগর লুঠ করিয়াছে.

ইহাতে বাদশাহ এক মহাসভা একত্র করিয়া লাহোরে মোগ

guls at Lahore with an army. When the imperial army had advanced as far as the river Bea, the vizier began to sow the seeds of sedition in their minds. But that he might completely effect his purpose, he wrote a private letter to the emperor, accusing them of disaffection. Byram sent him an order, importing that the chiefs deserved death; recommending to him at the same time to lull them till he should find an opportunity of bringing them to condign punishment. This was what the crafty vizier wanted. He immediately produced the king's order, which kindled the omrahs at once into rage, and they all promised to support him. The vizier, in the mean time, advanced with the army to the capital, which he besieged for three months and a half. Rebellion spreading at last among the citizens, the place was taken. Byram was thrown into prison, where, in a few days, he came to a tragical end, after a reign of two years one month and fifteen days, in the year 1242.

The Moguls in the mean time, plundered the provinces on the banks of the five branches of the Indus, and returned to Gujni.

Masood IV.

On the death of Byram, Balin the elder, raised a faction, and forcing his way into the palace, mount-

লেরদের প্রতিকূলে সসৈন্য উজীরকে পাঠাইতে স্থির করিলেন. বাদশাহের সৈন্য ব্যাস নদীপর্য্যন্ত পঁহুছিলে উজীর সৈন্যের মধ্যে বাদশাহের প্রাতিকূল্যাচরণ স্বভাব জন্মাইতে লাগিল. সে স্ববাসনাসিদ্ধি করিবার কারণ বাদশাহের নিকটে এক পত্র লিখিল যে সৈন্যেরা তোমার প্রতিকূল হইয়াছে. বহরাম উত্তর লিখিলেন যে সেনাপতিরা অবশ্য বধযোগ্য; কিন্তু যেপর্য্যন্ত মারিবার সময় না পাও সে পর্য্যন্ত তাহারদিগকে ভুলাইয়া রাখ. উজীর এই মাত্র চাহিল; বাদশাহের এই পত্র পাইবামাত্র সে সকল ওমরার দিগকে তাহা দেখাইয়া তাহারদিগের ক্রোধ জন্মাইল, ও তাহারা উজীরের সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিল. ইতোমধ্যে উজীর রাজধানীর প্রতি সসৈন্য আগমন করিতে লাগিল, এবং সাড়ে তিন মাসপর্য্যন্ত রাজধানী বেষ্টন করিল. শেষে প্রজারাও বাদশাহের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিল, এবং নগর অনায়াসে অধিকৃত হইল. বহরামকে তাহারা কারাগারে বদ্ধ করিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে অতিশয় কষ্ট রূপে বধ করিল. তিনি দুই বৎসর এক মাস পোনের দিন রাজ্য করিয়া ১২৪২ বার শত বিয়াল্লিশ সনে পরলোক গত হইলেন.

ইতোমধ্যে মোগলেরা সিন্ধুনদীর পঞ্চাবয়বরূপ নদীর তীরস্থ সমুদায় দেশ লুট করিয়া গজনেনে ফিরিয়া গেল.

চতুর্থ মসউদ.

বহরামের মরণানন্তর জ্যেষ্ঠ বালিন এক দল করিয়া রাজগৃহে বলাৎকারপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন, ও আপ

ing the throne, ordered himself to be proclaimed throughout the city. But the nobility dissatisfied with his advancement immediately liberated Masood, the son of Ferose, and placed him upon the throne, the same day in which Balin had seized it.

Masood however soon after resigned himself to wine and women, and exercised various acts of cruelty, and oppression. The princes and omrahs at length determined upon hostile measures, having first sent privately for Mahommed, the king's uncle, from Barage, who advanced with all the forces he could raise towards the capital. The emperor was immediately thrown into prison by the omrahs, where he remained for life. He reigned four years a month and a day. He was a weak and foolish prince, and a slave to his pleasure. The dominions left by Altumush remained entire, when Masood was deposed.

(To be continued.)

History of the Air Balloon.

The romances of almost all nations have recorded instances of persons being conveyed through the air; but it was reserved for the present age to substantiate the practice. What was in former ages a miracle, or rather an incredible tale, has by modern

নার বাদশাহী প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন. কিন্তু ওমরারা তাহার রাজত্বে অসম্মত হইল, এবং মৃত বাদশাহ ফীরোজের পুত্র মসউদকে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়া যে দিনে বালিন সিংহাসন আক্রমণ করিলেন, সেই দিনে তাহাকে সিংহাসনে বসাইল.

কিন্তু ইহার পর মসউদ বেশ্যা ও মদিরাতে মত্ত হইয়া নানা বিধ দৌরাত্ম্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন. ওমরারা ও রাজবংশেরা শেষে তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া, গুপ্তরূপে মোং বা রাজহইতে বাদশাহের পিতৃব্য মহমুদকে আহ্বান করিলেন. ইহাতে মহমুদ আপনার সকল সৈন্যসমেত রাজধানীতে আইলেন. পরে ওমরারা মসউদকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিল এবং তিনি যাবজ্জীবন সেখানে থাকিলেন. চারি বৎসর এক মাস এক দিন তাঁহার রাজ্য ছিল. তিনি অতিশয় দুর্ব্বল ও উন্মত্ত ও সুখের নিতান্ত বশীভূত ছিলেন. যে সময়ে মসউদ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন তৎকালে আলতমস যে রাজ্য রাখিয়া গিয়াছেন সেই রূপ অবিকৃত রহিল.

(ইহার শেষ কথা আগামি ভাগে দেওয়া যাইবে.)

বলুনের বিবরণ.

তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে, যে লোকেরা আকাশ পথে গমন করিয়াছে ; কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ. পূর্ব্ব কালে যে বিষয় অদ্ভুত ও অবিশ্বসনীয়স্বরূপে গণিত ছিল সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা

discoveries been turned into a reality. The machine by which this most astonishing aerial navigation is performed, is called an Air Balloon, and we shall not we hope tire our readers by a brief narration of the means by which it was first invented, and afterwards improved.

In the year 1766, Mr. Cavendish, an English gentleman ascertained that inflammable air was seven times lighter than common air. Soon after it occurred to another gentleman that a thin bag filled with inflammable air might be elevated by the common atmosphere; but his experiments were unsuccessful.

While the discovery of the balloon was on the point of being made in England, it was suddenly announced in France. Two brothers Stephen and John Montgolfier had turned their attention to this subject in the year 1782. The idea was first suggested by the natural ascent of smoke and clouds in the atmosphere; and their design was to enclose the smoke in a bag that it might carry the covering along with it. The experiment was made in October, with a silk bag; by applying burning paper to the lower aperture, the air was rarefied, and the bag ascending in the atmosphere struck against the ceiling. On repeating the experiment in the open air, it rose to the heighth of seventy feet. An experiment was

প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বসনীয় হইয়াছে. যে যন্ত্রদ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয় তাহার নাম বলুন. এই বলুন যে রূপে প্রথম সৃষ্ট হইল ও পরে সংস্কৃত হইল তাহার বিবরণ লিখিলে আমরা প্রত্যাশা করি যে পাঠকেরদের পরিশ্রম হইবেক না.

সন ১৭৬৬ সত্তর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশহইতে সাতগুণ লঘু. ইহারপর আর এক সাহেবের মনে হইল যে এক পাতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে; কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না.

ইংগ্লণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতেং হঠাৎ শুনা গেল যে ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে. ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফ্যে নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিল. ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বলুনের কথা তাহারদের মনে আইল ও তাহারা এই ভাবিল, যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব. তাহারা অকটোবর মাসে এক রেশমের থৈলীদ্বারা তাহার এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিল; সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ জ্বালাইল তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল, হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া ঘরের ছাতে ঠেকিল. সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হাত ঊর্দ্ধে উঠিল. অনন্তর ইহা

now made on an enlarged scale and the new machine breaking the cords by which it was bound, rose six hundred feet. Another, still larger rose about a thousand feet high, and fell to the ground three quarters of a mile from the place where it ascended. The next year it was ascertained that a balloon containing twenty-three thousand cubic feet, was capable of raising 500lbs. besides its own weight. The balloon ascended 6000 feet in ten minutes, and fell a mile and a quarter from the place whence it ascended.

The brothers were on this invited to the metropolis; where after a variety of succesful experiments they prepared an immense balloon, for the entertainment of the king, sixty feet in heighth and forty-three in diameter. Along with this machine was sent up a wicker cage containing a sheep, a cock, and a duck which were the first animals ever sent through the atmosphere. A gust of wind tore the cloth before it ascended; it rose however to the heighth of 1440 feet, and after remaining in the air about eight minutes fell to the ground at the distance of 10,200 feet from the place of its setting out. The animals were not in the least injured.

These experiments having served to demonstrate that the machines were capable of transporting men through the air, with all safety. M. Pilatre offered

হইতে বড় থৈলীর পরীক্ষা করিলে সে যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল সে রজ্জু ছিঁড়িয়া চারি শত হাত ঊর্দ্ধে উঠিল. ইহাহইতেও বড় আর একটা করা গেল সে সাড়ে সাত শত হাত উঠিল ও যেখানে উঠিল সেখানহইতে আট শত হাত অন্তরে গিয়া পড়িল. তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে ১৭৬৬ ঘন সরন্ধ্রিধারী বলূন আপন ভারভিন্ন আর আড়াই শত শের ভার লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে. এইমত এক বলূন নির্ম্মাণ করিয়া দেখা গেল যে পঁচিশ পলের মধ্যে চারি হাজার হাত ঊর্দ্ধে উঠিল. এবং যে স্থান হইতে উঠিল সে স্থানহইতে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল.

এই বিষয় জনরব হইলে ঐ দুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহূত হইল. এবং সেখানে তাহারা অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতেং শেষে বাদশাহকে দেখাইবার কারণ অতিবড় এক বলূন প্রস্তুত করিল; সে চল্লিশ হাত উচ্চ ও আটাইশ হাত আয়ত. ঐ বলূনের সহিত এক টুকরী সংলগ্ন করিয়া বান্ধিল, ও তাহাতে এক মেষ ও এক কুক্কুট ও এক হংস রাখিল; এই তিন পশু প্রথম আকাশযাত্রী হইল. ঐ বলূন উঠিবার পূর্ব্বে বৃহৎ বায়ুদ্বারা তাহার বস্ত্র ছিন্ন হইল, কিন্তু সে এক সহস্র হাত ঊর্দ্ধে উঠিল এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া যেখানহইতে উঠিয়াছিল সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে পড়িল; ঐ তিন পশুর কিছু ক্ষতি হইলনা.

এইং পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে এই বলূনেতে মনুষ্য নির্ভাবনতে আকাশ পথে গমন করিতে পারে. অতএব পিলাতর সাহেব

himself as the first aerial adventurer. A balloon was accordingly made, provided with a grate, and a sufficient quantity of fuel. The weight of the whole apparatus was more than 1600 pounds. The experiment was performed on the 15th of October 1783. M. Pilatre having placed himself in the gallery, the balloon was inflated, and ascended to the heighth of 84 feet. This was the first time a mortal had ascended in the air. A few days after, he rose to the heighth of 262 feet; when the machine descended, he had only to apply more fuel to the fire by which the balloon was filled with inflammable air and ascended. Soon after he ascended to the heighth of 330, and continued hovering over Paris, in sight of all the inhabitants for nine minutes.

Hitherto the balloon had been fastened down, to prevent its rising beyond a certain heighth. On the 21st of November 1783, M. Pilatre determined to ascend, with a friend in a balloon at perfect liberty. Every thing being ready, the adventurers set out and met with no impediment during their voyage, which lasted twenty-five minutes, in which time they passed over the space of above five miles. This was the last voyage in balloons elevated by

আকাশযাত্রা করিতে সসজ্জ হইলেন. তন্নিমিত্ত এক বলুন পুস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নিস্থান ও অগ্নি জ্বালাইবার দ্রব্য আয়োজন পুস্তুত হইল; তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ বিশ মোন. ১৭৮৩ সালে ১৫ অকটোবর এই বলূনের পরীক্ষা হইল এবং ঐ পিলাতর সাহেব আপনি বলুনের নীচে বসিলেন, ও তাহার মধ্যে অগ্নের আকাশ দেওয়া গেল এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হাত পর্য্যন্ত ঊৰ্দ্ধে উঠিলেন; এই প্রথমবার মনুষ্য বংশ আকাশ গমন করিল. কতক দিন পরে সেই বলুন এক শত চৌয়ান্ন হাতপর্য্যন্ত উঠিল; যখন বলুন নামিতে লাগিল তখন সাহেব অগ্নিতে জ্বাল দিতে লাগিলেন তাহাতে বলুন আগ্নের আকাশে তে পূর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উঠিল. তাহার পরে সেই বলুন দুই শত বিশ হাতপর্য্যন্ত উঠিল, এবং পারিস শহরের উপরে লোকের দের দৃষ্টি গোচরে উড্ডীয়মান হইয়া তেইশ পল থাকিল.

ইহার পূর্ব্বে যত বলুন হইয়াছিল সে সকল বলুন রজ্জুদ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিত; ঐ সনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় লোকের সহিত বিনা বন্ধনেতে বলূনে ঊৰ্দ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন. সকল পুস্তুত হইলে ঐ আকাশযাত্রিকেরা বলুনদ্বারা ৩২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন, তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না. সাগ্নিক বলুনদ্বারা আকাশযাত্রিকেরদের আকাশ গমন শেষ এইবার যেহেতুক ইহারপরে অগ্নির স্থানে উদজানবায়ু

fire, instead of which was substituted hydrogen gas, which is more manageable, and does not require fuel.

The first experiment made with this gas, was conducted by Messrs. Charles and Robert who having prepared a machine of silk filled it with gas. To this car was suspended a boat made of wicker work, eight feet long and four broad. The boat was supplied with a sufficient quantity of ballast. As they found the machine descend, by the escape of the inflammable air, they threw out ballast, which, by lightening the balloon caused it to ascend; by this means they kept at an equal distance above the earth during the rest of their voyage.

Having travelled twenty-seven miles in an hour and three quarters, they descended to the earth. As the balloon still contained inflammable air, Mr. Charles determined to ascend alone a second time. His brother accordingly alighted, which reduced the weight of the balloon 130 pounds, and caused it to ascend 9000 feet in twenty minutes, till he was completely out of sight of terrestrial objects. At first he felt himself in a warm atmosphere, but soon after, his fingers were benumbed with cold. The beauty of the prospect however made amends for all inconveniences.—At his departure the sun was just

তে বলূন পরিপূর্ণ করিলেন. ঐ উদজানবায়ু তাহারদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে কাষ্ঠাদির অপেক্ষা নাই.

ঐ উদজানবায়ুর দ্বারা চার্ল্স ও রবর্ট এই দুই সাহেব বলূনের পরীক্ষা প্রথমে করিলেন. রেশমের এক বলূন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিপূর্ণ করিলেন; ও তাহার নীচে নলনির্ম্মিতা সাড়ে পাঁচ হাত দীর্ঘা ও আড়াই হাত আয়তা এক নৌকা সংলগ্না করিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে ভার রাখিলেন. ঐ যন্ত্র ঊর্দ্ধে উঠিলে, আগ্নেয় আকাশ নির্গত হওয়াতে তাহারা যেমন বলূন নামিতে দেখিলেন, তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিলে হালকী হইয়া ঐ বলূন পুনর্ব্বার উপরে উঠিতে লাগিল. এই উপায়দ্বারা তাহারদের আকাশ গমনকালে তাহারা পৃথিবীর উপরে সমানভাবে বলূন রাখিলেন.

সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে নামিলেন; কিন্তু আগ্নেয় আকাশ বলূনে অবশিষ্ট ছিল; তৎপ্রযুক্ত চার্ল্স সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী ঊর্দ্ধে গমন করিতে উদ্যত হইলেন. তাহার ভ্রাতার অবরোহণে বলূনের ভার এক মোন পঁচিশ শের নূ্যন হইল; তাহাতে এক দণ্ডের নূ্যন কালে ছয় হাজার হাত সে উঠিল. সেখানে তাবৎ বিশ্ব তাঁহার অদৃশ্য হইল. প্রথমতো তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন; কত ক্ষণ পরে তাহার হাতের অঙ্গুলী শৈত্যেতে জড়ীভূতা হইল; কিন্তু তিনি সেখানে যে সুশ্রী দর্শন করিলেন তাহাতে তিনি সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন. তাহার উঠিবার কালে সে সূর্য্য

set, but the height to which Mr. Charles was got rendered it again visible. He saw for a few seconds vapours arising from the rivers. As he was far above the clouds, they appeared to ascend from the earth, and collect one upon another. At length recollecting his promise of returning to his friends in half an hour, he pulled the valve, let out the inflammable air and began to descend, and soon after gently alighted in a field; having risen to the heighth of 10,500 feet.

After these experiments many ascended in balloons in different parts of Europe, to particularize whose voyages would be tedious, especially as they very much resembled each other. We shall therefore only mention two or three of the most remarkable.

In 1784, two gentlemen raised themselves 13,000 feet above the earth.

Soon after Messrs. Charles and Robert made another experiment with a balloon under the hope of being able to move contrary to the wind, by means of oars and to direct the machine at their own pleasure. Having risen to the height of 1400 feet, they perceived some thunder clouds, on which they continued to

অস্ত গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এত উর্দ্ধে পঁহুছিলেন যে সূর্য্য পুনর্ব্বার তাঁহার দৃশ্য হইল, এবং কতক ক্ষণপর্য্যন্ত নদীহইতে বাষ্প উঠিতে দেখিলেন. তিনি মেঘহইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত তাহার এমত দর্শন হইল যে পৃথিবীহইতে উঠিয়া মেঘ মেঘের উপরে আচ্ছাদন করিতেছে. অপর আকাশ যাত্রাকালে আপন মিত্ররদের নিকটে সওয়া দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বলূনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন ও আগ্নেয় আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও নামিতে লাগিলেন; কতক ক্ষণ পরে তিনি এক মাঠে নামিলেন. তিনি সাত হাজার হাতপর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন.

এইং পরীক্ষার পরে ইউরোপের নানা দেশেতে অনেক লোক বলূনে উঠিল; তাহারদের বিবরণ লিখিতে বৈরক্ত্য জন্মে, যেহেতুক তাহারদের বিস্তর বিশেষ নাই. এইপ্রযুক্ত দুই তিন আশ্চর্য্য গমনমাত্র আমরা লিখিব.

১৭৮৪ সনে দুই জন সাহেব পৃথিবীহইতে আট হাজার ছয় শত ছেষট্টি হাত বলূনদ্বারা উর্দ্ধে উঠিলেন.

কতক কালপরে ঐ চার্ল্স ও রবর্ট দুই ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকূলে, এবং আপনারদের ইচ্ছানুসারে দাঁড়ের দ্বারা বলূন চালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্ব্বার বলূনের পরীক্ষা করিলেন. তাহারা নয় শত বত্রিশ হাত উর্দ্ধে উঠিলে কতক বিদ্যুন্ময় মেঘ দেখি

ascend and descend to avoid the danger, as the wind blew them directly towards the clouds, through which however they passed with perfect safety. During their voyage they lost one of their oars, but by means of those which remained they considerably accelerated their course. When they had got to a certain heighth they found themselves becalmed; on which they tried the effect of their oars, but found them of little avail. After having travelled 150 miles they descended on the approach of night. They found that instead of being able to move against the wind they could only produce a trifling deviation in the course of the balloon.

One of the most fearful voyages was that of a French nobleman who ascended with these two brothers. The power of ascent with which they arose was so great, that in three minutes after parting with the ground, they were lost in the clouds and involved in such a dense vapour that they could see neither the sky nor the earth.

In this situation they were attacked by a whirlwind which turned the balloon round from right to left; and beat it about in the most tremendous manner. No scene can be imagined more terrible than that in which they were now involved. An immense ocean of clouds rolled one upon another below them, and seemed to prevent any return to the earth which still

লেন তাহাতে তাহারা সে সঙ্কটগ্রস্ত না হইবার কারণ, বলুন নামাইতে ও উঠাইতে লাগিলেন; যেহেতুক বায়ু ঐ মেঘের প্রতি গমনশীল ছিল; কিন্তু তাহারা নিঃশঙ্ক সে মেঘে প্রবেশ করিলেন. তাহারদের গমন কালে এক দাঁড় নষ্ট হইল; কিন্তু অবশিষ্ট দাঁড়দ্বারা তাহারদের গমন কিঞ্চিৎ বেগে হইল. কতক ঊর্দ্ধে উঠিলে তাহারা বিরত হইয়া দাঁড় ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দাঁড়ে কিছু উপকার দেখা গেল না. পরে তাহারা পঁচহত্তরি ক্রোশ চলিয়া সম্মুখ রাত্রি দেখিয়া নামিলেন; এই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল যে বায়ুর প্রতিকুল গমন দুঃসাধ্য; কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমনমাত্র হইতে পারে.

বলুনদ্বারা সকলহইতে যে সঙ্কট গমন তাহা এই দুই সাহেব ও এক ফ্রান্সিস কুলীন করিলেন. তাহারা এমন বেগে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন, যে সাড়ে সাত পলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হইলেন; এবং তাহারা এমত ঘোর বাষ্পেতে আবৃত হইলেন যেপৃথিবী ও আকাশ তাহারদের অদৃশ্য হইল.

এই বিপত্তিতে এক ঘূর্ণ বায়ু উপস্থিত হইয়া সে বলুনকে ঘুরাইল ও উলট পালট করিল, ও দিকবিদিক্ ক্ষেপ করিল. তাহারা যেমত সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন তেমত চিন্তা করিতেও দুঃসাধ্য. এবং তাহারদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট; তৎপ্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের কোন পথ দেখা গেল না. ইত্যোমধ্যে

continued invisible, while the agitation of the balloon became every moment greater and greater. They were then driven upwards by a gust of wind from below, which carried them to the top of that stormy vapour in which they had been involved. They now saw the sun without a cloud, but the heat of his rays had such an effect on the inflammable air that the balloon seemed every moment ready to burst. They were therefore obliged to bore two holes in the balloon, the rent of which spread, and the inflammable air escaping, they descended very rapidly, and would have fallen into a lake but by throwing out ballast, they were lifted up, and then gradually descended on its margin.

The intrepid voyager M. Pilatre who first ventured on this perilous journey, perished in a succeeding attempt. Having ascended about a quarter of a mile above the earth without any danger, the whole machine was soon after seen to be on fire; no explosion was heard; but the silk which formed the balloon collapsed, and the remains of the machine descended with the unfortunate aeronaut so rapidly, that he was killed on the spot.

On the eighth of June 1802, Mr. Garnerin ascended in a balloon in England, and performed the most rapid voyage ever known. He ascended to the heighth of 10,000 feet, and travelled sixty miles in three quarters of an hour.